www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

‘আলিপুর বার্তা’র পক্ষ থেকে সকল পাঠক–পাঠিকা এবং বিক্রেতা বন্ধুদের শুভ দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। উৎসবের শুভক্ষণে সুস্থ এবং সবলভাবে আনন্দ উপভোগ করুন।

# আলিপুর বার্তা

সাপ্তাহিক

**পায়ে পায়ে ৪৯**

‘আলিপুর বার্তা’ ৪৯ বছরে পা দিল গত ১৩ অক্টোবর, ২০১৪। এই শুভলগ্নে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ৩১ আশ্বিন – ৬ কার্তিক, ১৪২১ ঃ ১৮ অক্টোবর – ২৪ অক্টোবর, ২০১৪, Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.1, 18 October - 24 October, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

## আশাহত বিড়ম্বনা...

রাজ্যের আনাচে কানাচে এখন চিটফান্ডের প্রতারণার ছবি। কিছু বেশি পাওয়ার ছলনায় ভুলে যাঁরা পা বাড়িয়েছিলেন তাঁরাই এখন আশাভঙ্গের তালিকায়। ‘টাওয়ার গ্রুপের’ টাকা দেওয়ার ঘোষণা হতেই আবেদন জমা দিতে লম্বা লাইন। যা ছাপিয়ে গিয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানা। আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকের দপ্তরে ছবিটি তুলেছেন অরুণ লোধ।

# নাড়া দিতেই গা ঢাকা

**কুনাল মালিক**

বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তৎপর হয়ে আই. এন. এ–কে তদন্তের ভার তুলে দিতেই দুই চব্বিশ পরগনার সীমান্ত এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা মৌলবাদী জেহাদি সংগঠনের নেতারা এখন গা ঢাকা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এমনই চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে। আগের সংখ্যায় আমরা লিখেছিলাম সুন্দরবন থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ছড়িয়েছে জেহাদি সংগঠনের জাল শীর্ষক সংবাদ। উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, মীনাখাঁ, বসিরহাট এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তী, গোসাবা, মগরাহাট, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি এলাকায় বেসরকারি মাদ্রাসায় জেহাদি কার্যকলাপের খবর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আগেই পেয়েছিল সেই মর্মে দিল্লির স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে রিপোর্টও পাঠানো হয়। কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে চিঠিও দিয়েছিল।

কিন্তু রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর তৎপরতা না দেখানোয় বিভিন্ন এলাকায় উগ্র ইসলামিক জেহাদি সংগঠনের জাল নিবিড় হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলা দেশের জামাত– উল–মুজাহিদিনের নেতারা নদীপথে দুই চব্বিশ পরগনায় বেশ কিছু বেসরকারি মাদ্রাসাগুলোতে জেহাদি কার্যকলাপের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। জেহাদি যুবকদের অস্ত্র চালনা থেকে শুরু করে বিস্ফোরক বানানোর প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

বিভিন্ন লিফলেট, পুস্তক, ওই যুবকদের মাধ্যমে বিলি করে জেহাদি সদস্য বাড়ানোর প্রক্রিয়া চালানো হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠিন মনোভাব এবং আইএনএ ও এনএসজি–র অতি তৎপরতায় সীমান্তবর্তী এলাকায় বেশ কিছু বেসরকারি মাদ্রাসা থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে পেলে প্রমাণপত্র লোপাটের চেষ্টা হচ্ছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার জেহাদি সংগঠনের কাজকর্ম ছন্দে ফিরবে বলে সন্দেহকরছে গোয়েন্দা সূত্র। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, রাজ্য সরকারের উচিত প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, পুর এলাকায় বুথ ভিত্তিক জনগণের বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা। সেইসঙ্গে এলাকায় ভাড়াটিয়া কেউ থাকলে তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আবাসিক ব্যক্তিদের সচিত্র পরিচয়পত্র এবং নিত্য কাজকর্মের খোঁজ খবর নেওয়া। সেই সঙ্গে দেশের স্বার্থে জাতীয় চেতনা বোধ গড়ে তুলতে জনগণকে সচেতন করা। তা না হলে আগামী দিনে আরো বড় কোন নাশকতা ঘটে যেতে পারে।

## চেষ্টা হচ্ছে প্রমাণ লোপাটের

## অসুরদলনীকেই কাজটা করতে হল শেষপর্যন্ত

**ওঁকার মিত্র :** ঢাউস ঢাউস গাড়িতে লাল–নীল বাতি লাগিয়ে পুলিশের যেসব বড়কর্তারা রাস্তা ঘাটে আসা যাওয়া করেন তাঁদের মাইনে কত? কি কি সরকারি সুযোগ সুবিধা তাঁরা ভোগ করেন? জনগণ তাদের টাকায় এদের পুষলেও সন্ত্রাসের আতঙ্কে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় তারা দিন কাটাবে কেন? বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর এসব প্রশ্নের জবাব চাওয়ার সময় সম্ভবতঃ এসে গিয়েছে। এইসব তকমাধারি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কি সত্যিই অকম্মার ঢেঁকি। তিনটি সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছেন মানুষ। কিছু মানুষ বলেছেন সত্যি এরা অপারগ। এরা কিছুই করতে পারে না ভোগ ছাড়া। আর এক অংশের মানুষ বলেছেন রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নুইয়ে দিয়েছেন। এদের কাছে মানুষের নিরাপত্তার থেকে রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করাটাই বড়। মানুষের অন্য একটি বড় অংশ জানিয়েছেন এ রাজ্যের জেহাদি ঘাঁটির কোন খবরই এদের অজানা নয়। এইসব সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে অলিখিত চুক্তি হয়েছে এ রাজ্যে ঘাঁটি বানাও কিন্তু এখানে কিছু কোরো না। এই ফর্মূলাতেই চলছিল এত দিন। উপরে দেখানো হচ্ছে রাজ্যে কোনও অশান্তি নেই। তলে তলে জাল ছড়াচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। তারই মধ্যে পালাবদলে পাল্টে যাচ্ছে চোব্যচোষ্য খাওয়া চকচকে মুখের মুখোশগুলো। কিন্তু অসুরদলনী মা দুর্গাই বানচাল করে দিলেন সমস্ত পরিকল্পনা। তখনও সম্ভবত সন্ধিপুজোর ক্ষণ আসে নি। চলছে অষ্টমী তিথি। মা আর পারলেন না। জেগে উঠল নতুন সন্ধিক্ষণ। খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ। যার সূত্র ধরে প্রকাশ হতে শুরু করেছে সন্ত্রাসের ডেরা, অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরণ যার বিস্তার শুধু বর্ধমান নয় সারা রাজ্য জুড়ে। নেমে পড়েছে একের পর এক কেন্দ্রীয় সংস্থা আর প্রমাদ গুণছেন এ রাজ্যের কর্তারা। এবার কি তাদের জবাব দেওয়ার পালা! সত্যি ভাবলে শিউরে উঠতে হয়–বিস্ফোরণটা না হলে কি হত!

# বিলুপ্তির পথে শকুন

**ড. জয়ন্ত চৌধুরী**

বাংলার নরম সবুজডাঙায় ‘সুদর্শন’ পাখিদের উড়তে দেখতেন কবি জীবনানন্দ দাস আজ তা অতীত হতে বসেছে। দাদা ঠাকুর এই আজব শহর কলকাতার হাতিবাগানে হাতি দেখতে না পাওয়ার দুঃখে গান বেঁধেছিলেন অনেক কাল আগে। হয়তো এই সময়ে দা’ঠাকুর বেঁচে থাকলে শকুন্তলাতে কিংবা শকুন্তলাপার্কে ওই সব ‘সুদর্শন’ শকুনদের চির নির্বাসন দেখে নতুন গান কিংবা কবিতা লিখতেন, শুধু কলকাতা শহর কিংবা বাংলা নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান থেকে উধাও হতে বসেছে বড় ঠাকুরের বড় প্রিয় এই বাহনটি।

সৌজন্যে বিজ্ঞানের অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ। অতিসম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে এই পাখিটি বিদায় নিতে চলেছে শুধুমাত্র নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া ভেটেনারি ওষুধের ব্যাপক প্রয়োগের কারণে। শকুনের তিনটি খুব সাধারণ প্রজাতি ‘ওরিয়েন্টাল হোয়াইট ব্যাক ভালচার’, ‘লংবিলড্ ভালচার’ ও ‘স্লেন্ডার বিলড্ ভালচার’ বিপজ্জনক ভাবে কমতে শুরু করেছে। গরু ছাগলের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত নিষিদ্ধ ওষুধগুলি প্রয়োগের ফলে শকুনদের দেহে বিষাক্ত পদার্থ জমা হচ্ছে এবং তাদের কিডনীর কাজ ব্যাহত হওয়ার কারণেই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে হাজারে হাজারে শকুনি অকালে প্রাণ হারিয়েছে এবং হরাচ্ছে।

ভারত সরকার ২০০৬ সালে নিষিদ্ধ ভেটেনারি ওষুধ তুলে নিয়ে অন্য ওষুধ চালু করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে শকুন সম্প্রদায়ের ক্ষতিকর ওষুধগুলির প্রচলন কমেনি। রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্কতা না নেওয়ার কারণে ভাগার বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাগারের অপরিহার্য অতিথি শকুনরাও উধাও হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। রাষ্ট্রসংঘের এই রিপোর্টের পর আশা করা যায় ভারত সরকার ব্যাঘ্র ও কুমীর সংরক্ষণের মত শকুন সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নিষিদ্ধ হওয়া ওষুধগুলি যাতে বাজারে বিক্রি না হয় সে ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেবে।

বাংলা তথা ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি ও পৌরাণিক উপাখ্যানে শকুন ভীষণভাবে জড়িত। একদা ব্রিটিশ আমলে মানুষের অবিবেচনার কারণে হারিয়ে গিয়েছিল গোলাপি মাথা হাঁস, অবলুপ্ত হয় ডোডো পাখিও। রাষ্ট্র সংঘের এই সতর্ক বার্তার পর অন্ততঃ যেন সেই দিন না আসে যেদিন ‘সুদর্শন’কে খুঁজে নিতে হবে দেবদেবীর পটচিত্র আর উপাখ্যানের পাতায়।

## আতস কাঁচে

দুয়ের পাতার ভরপুর আস্বাদন করতে চোখ রাখুন সুদোকুতে। এছাড়াও আছে শেয়ার বাজারের হালহকিকত।

নুঙ্গিতে জমে উঠেছে বাজির বাজার। তার বাইরের এবং ভিতরের নানা খবর তুলে ধরা হয়েছে–
তিনের পাতায়।

চেতলা, বারাসত এবং হাওড়ার কালী পুজোর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে চোখ রাখুন ছয়ের পাতায়।

কিংবদন্তী ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইডেন গার্ডেনস দেড়শো বছরে পা রেখেছে। এই উপলক্ষ্যে প্রাক্তন এবং বর্তমান খেলোয়াড়দের উপস্থিতিতে হল জমজমাট অনুষ্ঠান। তার সাক্ষী হতে আটের পাতা।

### ছুটি

**আগামী কালীপুজো ও দীপাবলী উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তা’র সকল বিভাগে ছুটি থাকায় আগামী ২৫ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ১ নভেম্বর থেকে যথারীতি প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হবে পত্রিকা।**

**সম্পাদক**

# সরকারি ভ্রান্ত পরিকল্পনায় ঘূর্ণি ঝড়ের পথ পরিবর্তিত হয়েছে

**শক্তিভূষণ সরকার**

বাংলায় ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়া নতুন কিছু নয়। বর্ষাকালে বাংলার বর্ষা হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ইদানিং ব্যতিক্রম ঘটছে বাংলা থেকে চৈত্র বৈশাখের কালবৈশাখী অদৃশ্য। উধাও হয়েছে বর্ষাকালের বর্ষার বৃষ্টি। আশ্বিনের ঝড় ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে। কিন্তু যেখানে আগে এসব বিশেষ হ’ত না, সে সব জায়গায় এদের দেখা মিলছে গভীরভাবে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঝড় বৃষ্টি সব যেন বাংলা থেকে বিদায় নিচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে–– হাওয়া বাবুরা এসব জানেন। কিন্তু তাঁরা সত্য গোপন করে আবোল তাবোল যুক্তি খাড়া করে বিশেষজ্ঞ হতে চাইছেন। বিদ্বজনের কাছে তাঁদের চালাকি ধরা পড়েছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের আবহ বিদ্যায় সম্যক জ্ঞান না থাকায় হাওয়া বাবুরা দিব্যি প্রলাপ বকে বাহবা কুড়োচ্ছেন। হাওয়া বাবুদের অজ্ঞতায় দেশের মানুষ সর্বদাই বিরক্ত। ভাবমূর্তি ফেরাতে এবার হাওয়া বাবুদের টনক নড়েছে। তাই তাঁদের যন্ত্রের ভবিষ্যৎবাণী আর গোপন করেন নি। সঠিক পূর্বাভাস দিয়ে দেশের মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কেন বাংলা ত্যাগ করে অন্ধ্রে ঘূর্ণি ঝড় ধেয়ে গেল তাঁরা তার সঠিক ব্যাখ্যা ইচ্ছাকৃতভাবেই দেন নি।

১৯৭৭ সালের ১৯ নভেম্বর বিকেল ৫.৩০ মিনিটে অন্ধ্রে ধেয়ে আসে ঘূর্ণি ঝড় এবং ওই বছরে নভেম্বর ১২ বিকেল ৬.৩০ মিনিটে তামিলনাড়ুর বুকে আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড় ঐতিহাসিক বিপর্যয় হিসাবে লিখিত আছে। ওই সময় আবহ দপ্তর তেমনভাবে হুঁশিয়ারি না দেওয়ায় বহু হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঝড়ের তাণ্ডবের জন্য থর মরু চাষই যে মূলতঃ দায়ী তা অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ‘চিন্তা বিচিন্তা’ পর্ব–২ গ্রন্থে জানিয়েছেন। মরু চাষের কুফলের জন্যই যে আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি পাল্টাচ্ছে তা আলিপুর বার্তায় ৩২ বছর ধরে লেখালেখি হয়েছে।

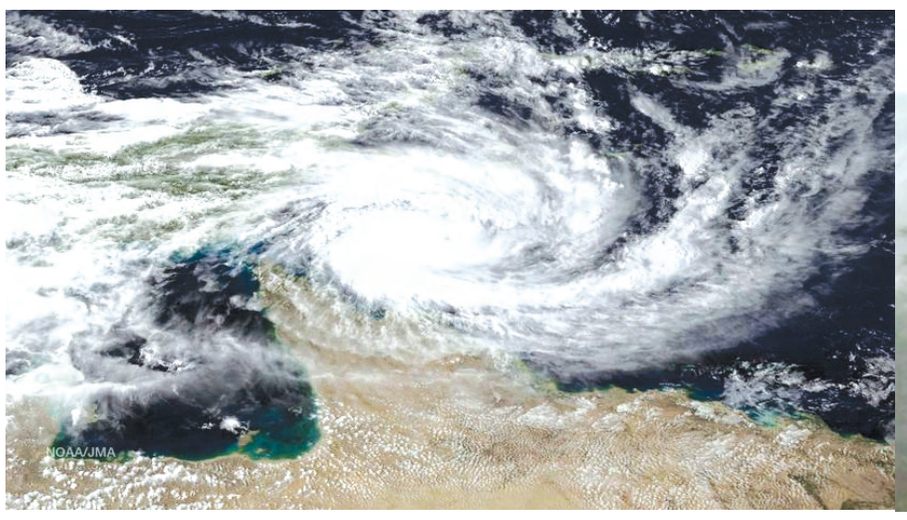

সমুদ্র বক্ষে নিম্নচাপ সৃষ্টির কথা হাওয়া বাবুরা নিয়মিত বলেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। সমুদ্রের জল স্থলভাগ অপেক্ষা শীতল। স্থলভাগ সূর্যালোকে খুব তাড়াতাড়ি তেতে ওঠে । তৈরি হয় নিম্নচাপ (L)। জলভাগের শীতল পরিমণ্ডলের উচ্চচাপ (H) কেন্দ্র থেকে নিম্নচাপে বাতাসে ধেয়ে যায়। বাতাস সোজাসুজি যায় না। গাড়ির চাকার মত মোচর দিয়ে চলে।

উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখী পথে পাক খায়। এই নিম্ন চাপের ঘূর্ণনকে টানে রাজস্থানের থর মরুভূমি। থরের আকর্ষণে ঘূর্ণায়মান চাকা ভারতের স্থলভাগের দিকে ছুটে চলে। এই চলার ছন্দে কোন বাধা না থাকায় ঘূর্ণির চলার গতিবেগ কেবলই বাড়তে থাকে। থর মরুকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ পশ্চিমের মৌসুমীর গতিপথ ধরে এগোতে থাকে। আছড়ে পড়ে বাংলার উপকূলে। বাংলাকে রক্ষার জন্য প্রকৃতি দেবী নিপুণ হাতে তৈরি করেছেন সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গল ঝড়ের গতিবেগকে বাধা দেয়, কিন্তু মরু চাষের জন্য মৌসুমী এলোমেলো হওয়ায় সব কিছুই উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। মরুচাষের জন্য নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু মধ্য ভারতে সরে এসে বহুমুখি টানের কেন্দ্রভূমি গড়ে তুলেছে।

এর ফলে যে ঘূর্ণিঝড় মৌসুমীর গতিপথ ধরে বাংলার উপকূলে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তা মোড় নিচ্ছে ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের সম্মিলিত বিক্ষিপ্ত নিম্নচাপ কেন্দ্র বিন্দুর দিকে। দাক্ষিণাত্যের দিকেই তাই ঘূর্ণির চাকা টান অনুভব করে। দাক্ষিণাত্য ঝড় প্রবণ এলাকা নয়। তাই প্রকৃতি সেখানকার উপকূলে সুন্দরবনের মত নদীবহুল গভীর অরণ্য সৃষ্টি করে নি।

মরু চাষের ফলে বর্ষাকালে বর্ষা থাকবে না, শীত কালে শীত হবেনা, ঘূর্ণি ঝড়ের গতিপথ একই কারণে পাল্টেছে। এবছর বাংলায় ঝোড়ো বৃষ্টি হয়নি। ইতিপূর্বে আলিপুর বার্তায় আলোচিত হয়েছিল বর্ষার বৃষ্টি, বন্যা বাংলা থেকে পাচার হয়ে যাবার কথা। এবার বলতে হচ্ছে মরুচাষের দরুণ ঘূর্ণি ঝড়ও পাচার হয়ে যাচ্ছে!

# বাজারে ভারী পতনের সম্ভাবনা কতটা?

## আমেরিকা এবং ইউরোপ দিচ্ছে কু–ডাক

**শুদ্ধাশিস গুহ**

ভারতীয় শেয়ার বাজারে মন্দার চিত্র আমরা বহু দেখেছি। দেশি এবং বিদেশি নানা ধরনের অস্থিরতা ও

কর্মকাণ্ডের জেরে বাজার পড়ে গিয়েছে একাধিক বার। সবথেকে খারাপ স্মৃতি যা আজও ভারতীয় বাজারের ট্রেডারদের শিহরিত করে তা হল, ২০০৮–০৯–এর ভয়াবহ মন্দার দিন। এই সময় ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স সর্বাধিক পরিমাণ নিচে এসেছিল। নিফটি পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় ২২০০–র ঘরে এবং সেনসেক্স হয়েছিল ৮ হাজার। এই ভয়াবহ দিন অবশ্য আজ অতীত। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে পদার্পণ ঘটেছে এক শক্তিশালী সরকারের যারা দেশের অর্থনীতির হাল ফেরাতে বদ্ধ পরিকর। অন্তত এদের বক্তব্য তাই বোঝাচ্ছে। আর মোদি আসার আগে থেকেই বাজার তেতে উঠতে শুরু করে। পরে মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যা বিশালাকার ধারণ করে। কিছু দিন আগেই ভারতীয় নিফটি পৌঁছেছিল তার সর্বোচ্চ অবস্থানে ৮ হাজার ২শো–র কাছাকাছি। সেনসেক্সও ২৭ হাজারের গণ্ডি অতিক্রম করেছিল। হালফিলে আমেরিকা এবং ইউরোপের কিছু খারাপ খবরের জেরে ভারতীয় বাজার ফের পড়তে শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত নিফটি ৭৮০০–র ধারে কাছে গিয়ে বার বার ফিরে আসছে। শেয়ার বাজারের পরিভাষায় বলা যেতে পারে এটা হয়তো এখনকার মতো বেস তৈরি হয়েছে বাজারের।

অপরদিকে উপরের দিকে ৮ হাজার পেরোতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে অনেক শেয়ার বিশেষজ্ঞ বলছেন, বিশ্বের আর্থিক সমস্যার জেরে ভারতীয় বাজারকে আরও খানিকটা পতনের মুখ দেখতে হবে। এদের ধারণা ভারতীয় নিফটি ৭৪০০–৭৫০০–র সীমানায় আসতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের আরও একটি অংশ এই মত উড়িয়ে দিচ্ছেন। এদের মতে এই বুল মার্কেটে আর খুব একটা নিচে আসবে না বাজার। এখন এই দোলাচলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজার কিভাবে নতুন রসদ সংগ্রহ করবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে এই অর্থবর্ষের শেষে ভারতীয় জিডিপি তার লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশে পৌঁছাবে কিনা তা নিয়ে জোর সন্দেহ রয়েছে। কারণ, কদিন আগেই যে শিল্পোৎপাদনের যে হার আমরা সামনে পেয়েছি তা অত্যন্ত নেতিবাচক। তবে সব খবরই যে খারাপ তা নয়, বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোর পক্ষে অনেক মূলধন রয়েছে। যার অন্যতম বড় উদাহরণ গত ১০ অক্টোবর ইনফোসিসের ষান্মাসিক ফল। এতে বিশেষজ্ঞদের প্রায় হতবাক করে আয়ের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে ইনফোসিস।

ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জগতের প্রধান শক্তি নিঃসন্দেহে ইনফোসিস। নতুন কর্ণধারের নেতৃত্বে প্রথমেই দারুণ কিছু করে দেখাতে চাইছে এই সংস্থাটি। পাল্লা দিচ্ছে টিসিএস এবং উইপ্রোর মতো সংস্থাগুলিও। পাশাপাশি বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতীয় বাজারের উত্থানের বড় ভূমিকা পালন করে আসছে ফার্মা বা ওষুধ শিল্পের শেয়ারগুলি। আগামী দিনে এই উত্থান অব্যাহত থাকবে বলে অভিমত অর্থনীতির পন্ডিতদের। এর সঙ্গে খালি যোগ হওয়া প্রয়োজন ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থাগুলির শেয়ারে নড়নচড়ন আসা। চলতি সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ারগুলি বিশেষ করে পিএসইউ বা সরকারি শেয়ারগুলি ভালো কিছু করার সম্ভাবনা জাগিয়েছে। আগামী দিনে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্সের বাড়তি অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং সেক্টরের ভূমিকা অপরিসীম। এদের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের গুরুত্ব সর্বাধিক।

ইতিমধ্যেই এসবিআই ঘোষণা করে দিয়েছে তাদের শেয়ার ১০ ভাগে বিভক্ত করা হবে। অর্থাৎ আগামী দিনে অনেক কম দামে এসবিআই–এর মতো শেয়ার কেনার সুযোগ থাকছে। যা সাধারণ লগ্নিকারীদের কাছে অনেকটা বড় প্রাপ্তি। দীপাবলির শুভ অবসরকে সামনে রেখে ভারতীয় বাজার আগামী দিনের বুল রানের শক্তি সংগ্রহ করছে। বলা যায় না, আগামী দিনে হুদহুদের মতো ঘূর্ণিঝড় রূপী কোনও সমস্যা বাজারকে গ্রাস করবে কি না। তবে অধিকাংশ শেয়ার বিশেষজ্ঞের বক্তব্য ভারতীয় বাজার এখন সামনে তাকাবে। পিছনে তাকাবার কোনও অবকাশ নেই। সংস্কারমুখী অর্থনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী হবে বলেই মনে বণিক মহল। এতে

### অর্থনীতি

আশা জাগাবে লগ্নিকারী থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে। কাঁটার মতো থেকে যাবে আমেরিকা এবং ইউরোপের সমস্যাগুলি।

যদিও আমেরিকার থেকেও এই মুহূর্তে চাপে রয়েছে জার্মান এবং ফ্রান্সের অর্থনীতি। এশিয়ার মধ্যে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছুটা সঙ্গীন মনে হচ্ছে জাপানের অর্থনৈতিক চালচিত্র। আমেরিকায় ফেড যতদিন পর্যন্ত সুদের হার বাড়াচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে। এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে জানা গিয়েছে আগামী ২০১৫–র মে মাসের আগে মার্কিন ফেড সে দেশের সুদ বাড়াবে না। সুতরাং ততদিন পর্যন্ত বাজার ঠিকঠাক থাকার সম্ভাবনা। যদিও এর মধ্যে বেশ কয়েকটি খারাপ খবরের জন্য আমেরিকার অর্থনৈতিক গ্রাফ ডাও জোন্স এবং ন্যাসড্যাক মাঝেই মাঝেই নিম্নমুখী হচ্ছে।

এর মধ্যে সে দেশে বেকারির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং শিল্পের অগ্রসরতা ইত্যাদি রয়েছে। একে অতিক্রম করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ততই মঙ্গল ভারতের মতো দেশের। যারা অনেক ক্ষেত্রেই বাজারের উত্থানের জন্য মার্কিন লগ্নির দিকে তাকিয়ে থাকেন। এফআইআইদের এদেশে বিনিয়োগের একটা বড় অংশ আমেরিকা থেকে আসে। স্বাভাবিকভাবে মার্কিন অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেই লগ্নিকারীরা ভারতের মতো বাজার থেকে টাকা তুলে নিতে থাকেন। ফলে নিচের দিকে আসতে থাকে ভারতীয় বাজার।

এই মুহূর্তে সেই বিদেশি লগ্নি ভারত থেকে কতটা সরতে পারে সেটাও জানার বিষয়। হয়ত এখনই ভারতীয় বাজার সেভাবে নাও পড়তে পারে। কারণ ভারতীয় অর্থনীতি সেভাবে খারাপ অবস্থানে নেই বলে মনে করা হচ্ছে। বরং অন্যান্য এমার্জিং মার্কেটের

অনুপাতে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে এদেশ। নয়া সরকার যে পরিমাণ গরিষ্ঠতা নিয়ে এসেছে তাও যথেষ্ট উল্লেখজনক। তবে কিছু উপনির্বাচনে খারাপ ফল কিন্তু বিব্রত করছে বিজেপি তথা এনডিএ সরকারকে।

এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে ভারতীয় বাজার তাকিয়ে রয়েছে আগামী মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের দিকে। যে ভোটে চতুর্মুখী লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। যার একদিকে কংগ্রেস, এনসিপি'র মতো আরেক প্রান্তে রয়েছে বিজেপি শিবসেনার মতো দল। এখনও পর্যন্ত খুব জটিল মনে হচ্ছে এখানকার নির্বাচনী হাল। মহারাষ্ট্র দখলে আনতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছেন স্বয়ং মোদি। যেভাবে তিনি এখানে সময় দিয়েছেন তা বিজেপিকে আশা জাগাচ্ছে।

এমনটাও মনে করা হচ্ছে বিজেপি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি চলে যায় তবে শিবসেনাকে পাশে পাবে তারা। পুরনো বন্ধুরা আবার একজায়গায় হবে। সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে ভারতীয় শেয়ার বাজারও বাড়তি উদ্দীপনা সংগ্রহ করবে। তাহলে হয়তো অক্টোবরে নয়া উচ্চতা দেখা যেতে পারে ভারতীয় ইনডেক্সে। সাবধানের বাণী আওড়ানো একদল বিশেষজ্ঞ কিন্তু এখন এমনও বলছেন যে আগামী বছর জানুয়ারির আগে মার্কেট শুধরাবে না, বরং আরও নিচে আসবে সে। অক্টোবর–নভেম্বর কেমন যায় সেটাও দেখার আশা থাকবে সকলের। এটা ঠিক অতি সম্প্রতি ভারতীয় ইনডেক্স কিছুটা হলেও নিম্নমুখী। সেটা যত তাড়াতাড়ি কাটে ততই মঙ্গল।

## সুদোকু (১)

আজকাল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সুদোকু প্রকাশিত হচ্ছে। ''সুদোকু'' এক প্রকার অঙ্কভিত্তিক চতুষ্কোণাকার ধাঁধা। সুদোকু ছকে ৮১ কোষ বিশিষ্ট ৯×৯ আকারের একটি চতুষ্কোণ বা বর্গক্ষেত্র থাকে। এই ছকে ১ থেকে ৯ এই নয়টি অঙ্ক এমনভাবে সাজাতে হয় যাতে প্রতি কলমে, প্রতি সারিতে এবং প্রতি ৩×৩ ঘরে এই নয়টি অঙ্ক কেবল একবার করে থাকে।

অঙ্ক বা digit দেখলেই অনেকের আতঙ্ক হয়। সেটা খেয়াল রেখে আলিপুর বার্তায় এখন থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে ''আলিপুর বার্তা সুদোকু''।

''আলিপুর'' শব্দটিতে আছে চারটি শব্দাংশ – ''আ'', ''লি'', ''পু'' ও ''র''। ''বার্তা'' শব্দটিতে দুটি – ''বা'' ও ''র্তা'' আর ''সুদোকু'' তে তিনটি – ''সু'', ''দো'' ও ''কু''। সর্বমোট নয়টি শব্দাংশ।

এবারের সুদোকু ছকটির ৩০টি কোষে এই নয়টি শব্দাংশ বিশেষ বিন্যাসে সাজানো আছে। বাকি ৫১টি কোষ ফাঁকা রাখা হয়েছে। সেগুলিতে এই নয়টি শব্দাংশ এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে প্রতিটি কলমে, প্রতিটি পাশাপাশি সারিতে এবং প্রতিটি ঘরে – ''আলিপুর বার্তা সুদোকু'' শব্দাংশগুলো পাওয়া যায়।

এই ছকটির সমাধান এবং নতুন অন্য একটি ছক পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আ | | | | | কু | | র | সু |
| দো | | | | | বা | আ | | |
| | | | র | | | লি | কু | |
| | দো | | কু | র | | | সু | |
| | | পু | | | | কু | | |
| | বা | | | পু | সু | | দো | |
| | পু | সু | র্তা | | | | | |
| | | কু | | | পু | | | |
| র্তা | আ | | | | র | | পু | লি |

## নাম পরিবর্তন

আলিপুর কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ১৬–১১–১৩ তারিখের এফিডেভিড বলে কাগজপত্রে ও সমস্ত জায়গায় আমি শাহানুর বিবি নামে পরিচিত হইলাম। হাফিজা বিবি ও শাহানুর বিবি এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

শাহানুর বিবি, সামালি ঘোষপাড়া, রসপুঞ্জ, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

## নাম পরিবর্তন

শিয়ালদহ কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ২৬–১০–১৪ তারিখের এফিডেভিড বলে সমস্ত জায়গায় ও কাগজপত্রে আমি নিরঞ্জন মন্ডল ও আমার স্ত্রী পুতুল মন্ডল নামে পরিচিত হইলাম।

নিরঞ্জন মন্ডল, আটঘরা, ঢালুয়া, সোনারপুর, কলকাতা, ৭০০১৫০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**১৮ অক্টোবর – ২৪ অক্টোবর, ২০১৪**

**মেষ :** গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ লক্ষিত হয়। নতুন কোনও ব্যবসায় হাত না দেওয়াই ভালো, লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সাবধান থাকবেন।

**বৃষ :** কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে না চললে ক্ষতি হতে পারে, বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন, মনের কথা অন্য কাউকে না বলাই ভালো। হিতে বিপরীত হতে পারে। পড়াশুনায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। তীর্থ ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

**মিথুন :** আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দিলেও ক্ষতি হবে না। জলপথে ভ্রমণে যাবেন না।

**কর্কট :** সময়টি আপনার পক্ষে শুভ। স্নেহ–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। লেখা পড়ায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে নানান সমস্যা আসবে, তথাপি আপনি শুভ ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

**সিংহ :** গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। চুরি বা প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির যোগ, আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা, কোন শুভ কাজে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা পাবেন। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ আছে। সুন্দর চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটবে।

**তুলা :** কর্মস্থলে সুনাম বজায় রেখে চলতে পারবেন। গৃহভূমি ও জমি জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় ভাল হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবে না পড়াশুনায় মিশ্রফল পাবেন।

**বৃশ্চিক :** আপনার সৎ চিন্তাধারার জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। সদ গুরুলাভ ও সুন্দর চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটবে। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

**ধনু :** মনের দৃঢ়তা ও একাগ্রতার জন্য উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। রক্ত চাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে। সতর্ক হওয়া দরকার, লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ও আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবে না। দূর ভ্রমণ যোগ।

**মকর :** পায়ে চোট আঘাত লেগে রক্তপাত হতে পারে। সন্তানের উন্নতিতে আনন্দ পাবেন প্রেম–প্রীতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় কিছুটা বাধা আসবে। কিন্তু ভেঙে পড়বেন না। মনের জোরে চলুন।

**কুম্ভ :** আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সন্তান বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। নতুন বন্ধুলাভ এবং বন্ধুর সাহায্যে লাভবান হবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

**মীন :** শরীর নিয়ে এখনও কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল আশা করা যায়। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ঘটতে পারে। আপনার সঙ্গে ঠান্ডা খাবার হিতকর হবে।

# রেলে স্পেশ্যাল ক্লাস অ্যাপ্রেন্টিস পরীক্ষা ১৮ জানুয়ারি

## প্রার্থী বাছাই করবে ইউ পি এস সি

মেকানিক্যাল বিভাগে ৪২ জন অ্যাপ্রেন্সি নিয়োগে করবে ভারতীয় রেল। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, 'স্পেশ্যাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিসেস এক্সামিনেশন, ২০১৫'–এর মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৮ জানুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। এই পরীক্ষার নোটিশ নম্বর 01/2015/SCRA তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

**শিক্ষাগত যোগ্যতা :** ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। অন্তত দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে থাকতে হবে। গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদন করতে পারেন। ম্যাথামেটিক্স ও ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। একই কম্বিনেশন নিয়ে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বা দ্বিতীয়বর্ষের পরীক্ষায় অন্তত দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে থাকলেও আবেদন করা যাবে। যঁরা পরীক্ষা দিয়ে ফলের জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য।

**বয়স :** ১–১–২০১৫ তারিখে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ প্রার্থীর জন্ম তারিখ ২–১–১৯৯৪ থেকে ১–১–১৯৯৮–এর মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা হবে তিনটি পত্রে। প্রতি পত্রে নম্বর ২০০। প্রথম পত্রে (কোড নম্বর ০১) জেনারেল এবিলিটির পরীক্ষা। এক্ষেত্রে সংরেজ, জেনারেল নলেজ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের প্রশ্ন হবে। দ্বিতীয় পত্রে (কোড নম্বর ০২) থাকবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির প্রশ্ন। তৃতীয় পত্রে (কোড নম্বর ০৩) শুধু অঙ্কের প্রশ্ন হবে। প্রতি পত্রের জন্য সময় ২ ঘন্টা। সবক্ষেত্রেই অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। পার্সোন্যালিটি টেস্ট ২০০ নম্বরের। প্রশ্নপত্র হবে ইংরেজিতে। উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে।

৪ বছরের ট্রেনিং শেষে অ্যাপ্রেন্টিসরা রাঁচির বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি পাবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বছর মাসে ৯,১০০ টাকা, তৃতীয় ও চতুর্থ বছরের প্রথম ৬ মাস ৯,৪০০ টাকা এবং চতুর্থ বছরের শেষ ৬ মাস ৯,৭০০ টাকা করে স্টাইপেন্ট পাবেন। ট্রেনিং শেষে রেলওয়ে সার্ভিস অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সে নিয়োগ হবে। প্রবেশনের মেয়াদ দেড় বছর।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.upsconline.nic.in ৭ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরকাস্ত করতে বসার আগে একটি পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই জেপিজি ফরম্যাটে স্ক্যান করার পরে সেভ করবেন। ফাইল সাইজ ৪০ কেবি–র বেশি হলে চলবে না। দু'টি অংশ (পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু) অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করতে হবে।

ফি বাবদ নগদ ১০০ টাকা জমা দেওয়া যাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানীর অ্যান্ড জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দ্রাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অব মাইসোর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ত্রিবাঙ্কুরের নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অথবা ভিসা বা মাস্টার ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। মহিলা, তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। নগদেও টাকা জমা দিতে পারেন। পে–ইন–স্লিপের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায় ফি জমা দিতে হবে। নগদে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন এই ওয়েবসাইট : www.upsc.gov.in

### কাজের খবর

# গান ক্যারেজ ফ্যাক্টরিতে ক্লার্ক, স্টোরকিপার, দারোয়ান

৪৯ জন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, স্টোরকিপার ও দারোয়ান নেমে জব্বলপুরের গান ক্যারেজ ফ্যাক্টরি। এটি ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন একটি অস্ত্র–সরঞ্জাম নির্মাণ কারখানা।

**লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক :** শূন্যপদ ৩৬টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ১৪, ও বি সি ৩)। এর মধ্যে দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৮টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

**শিক্ষাগত যোগ্যতা :** উচ্চমাধ্যমিক। মিনিটে ৩৫টি ইংরেজি বা ৩০টি হিন্দি শব্দ কম্পিউটারে টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

**স্টোরকিপার :** শূন্যপদ ৬টি (সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য এবং ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক।

**দারোয়ান :** শূন্যপদ ৭টি (সাধারণ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত।

**শিক্ষাগত যোগ্যতা :** মাধ্যমিক। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি: না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যতাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি, ওজন অন্তত ৪৫ কেজি।

**বয়স :** লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে ২০–১০–২০১৪ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বচরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

**বেতনক্রম :** সবক্ষেত্রেই ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে :দারোয়ান পদের ক্ষেত্রে ১,৮০০ টাকা, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ও স্টোরকিপার পদের ক্ষেত্রে ১,৯০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ofgef.nic.in লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের প্রার্থীরা ২০ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করতে পারবেন। স্টোরকিপার ও দারোয়ান পদের প্রার্থীরা দরকাস্ত করবেন ৩ থেকে ১৭ নভেম্বরের মধ্যে।

অনলাইন দরখাস্তের পদ্ধতি ও খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

# মহেশতলা নুঙ্গিতে শব্দবাজির অবাধ কেনাবেচায় নিশ্চুপ প্রশাসন

## বাজিকারখানা বন্ধই কি সমাধান?

**সৌমিতা চৌধুরি, অর্পণ মন্ডল**

**মহেশতলা :** কিছুদিন পরেই দীপাবলীর আলোকজোয়ারে ভেসে উঠবে গোটা বাংলা। তবে মহাশক্তির আরাধনায় অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটলেও শব্দদানবের দৌরাত্ম্য এবারেও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব ঘটবে না বলেই মনে হয়। যে হারে বিনা বাধায় শব্দবাজির দেদার কেনাকাটা চলছে। শহর ও শহরতলি জুড়ে তাতে নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছে আরও একবার কালীপুজোর রাত যন্ত্রণার রাত হতে চলেছে অনেকের কাছেই। দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলার নুঙ্গির বিখ্যাত বাজি বাজারে গেলেই ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়। ছোট বড় মিলিয়ে হাজারেরও বেশি দোকান রয়েছে নুঙ্গির এই বাজি বাজারে।

অন্যান্য বাজির আড়ালে জনসমক্ষেই বিক্রি হচ্ছে 'সেল' নামক শব্দবাজি। এই বাজিগুলির পাশাপাশি দোকানিকে আড়ালে গিয়ে 'অর্ডার' করলে পাওয়া যাবে চকলেট বোমা, কালীপটকা, আমড়া আঁটির মতো নিষিদ্ধ বাজিও। তবে অবাক করার মতো ঘটনা হল পুলিশের সামনে দিয়েই নিশ্চিন্ত ভাবে সাধারণ মানুষ নিষিদ্ধ বাজি কিনে ঘরে ফিরছেন। অন্যান্যবারে নুঙ্গি বাজারে কিছুটা হলেও পুলিশি সক্রিয়তা দেখা যেত। কিন্তু এবছর প্রশাসন যেন অবাক করার মতোই নিশ্চুপ। খদ্দেরের ছদ্মবেশে এক দোকানিকে জিজ্ঞাসা করা হল 'পুলিশ ধরবে না তো?' প্রশ্ন করতে দোকানি হেসেই জবাব দিলেন 'কমিটি থেকে সব ব্যবস্থা করা আছে। আপনি নিশ্চিন্তে যান। কেউ আটকাবে না'। প্রায় সব দোকানে গিয়েই জানা গেল এই 'বিশেষ' ব্যবস্থার কথা।

মহেশতলার নুঙ্গির চিংড়িপোতা, বলরামপুর, আশুথতলার মতো জায়গায় সারা বছরই সাধারণ বাজি কারখানার আড়ালে এই ধরনের নিষিদ্ধ বাজি তৈরি হয়। এমনিতেই এই ধরনের কারখানাগুলিতে যথাযথ অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। তাই বিভিন্ন দুর্ঘটনা আকছারই লেগে থাকে। মূলত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী এইসব অঞ্চলের মানুষজনের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র মাধ্যম এই শব্দবাজির কারখানাগুলি এমনিতেই দক্ষিণ ভারতের শিবকাশী অঞ্চল থেকে বাজির আমদানি হওয়ায় এই অঞ্চলে বাজির চাহিদা দিনদিন কমছে। সেক্ষেত্রে কম দামি শব্দবাজিগুলিই প্রাণ হাতে নিয়ে কাজ করা এই কারখানাগুলির মজুরদের জীবিকা নির্বাহের শেষ সম্বল।

পশ্চিমবঙ্গে শব্দমাত্রা ৯০ ডেসিবেল ধার্য করা হয়েছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পুলিশের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে অনেকদিনই। কিন্তু এসত্ত্বেও নুঙ্গির বাজারে শব্দবাজির দেদার কেনাবেচা প্রশাসনকে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের নিচে ফেলে দিয়েছে। কারণ, শুধুমাত্র শব্দবাজির কারখানা বন্ধ করলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর সঙ্গে অনেক দরিদ্র পরিবারের বেঁচে থাকাও নির্ভর করছে। তাই তাদের ঘরে দীপাবলী আনতে গেলে শুধু প্রদীপ জ্বালালেই হবে না, প্রদীপের নিচের অন্ধকারও দূর করতে হবে।

# চিনা বাজির দাপটে চিংড়ীপোতার বাজি ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি নেই

**কুনাল মালিক**

## ভোগাচ্ছে শব্দসীমা, মূল্যবৃদ্ধি, খামখেয়ালী বৃষ্টি

দক্ষিণ শহরতলীর মহেশতলা থানা এলাকার চিংড়ীপোতার বাজী ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি নেই। নানা সমস্যায় তারা জেরবার। এই এলাকার বাজী শিল্প দীর্ঘদিনের একটি কুটির শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু যত দিন গড়িয়েছে এই অঞ্চলের বাজীর কারিগররা ততই হতাশ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার চিংড়ীপোতা এলাকায় গিয়ে চোখে পড়ল সারি সারি বাজীর দোকান। প্রতিটি দোকানেই রঙ বাহারি বাজীর পসরা। দড়ি বাজী, চরকা, তুবড়ী, আনার, রংমশাল, ফুলঝুরির হরেক আইটেম শোভা পাচ্ছে দোকানে। কিন্তু বাজী বাজার খাঁ খাঁ করছে। ক্রেতার তেমন দেখা নেই। আজিজুল হক নামে এক ব্যবসায়ী বললেন, আমি বছরের অন্য সময় এয়ারকুলারের কাজ করি, এই সময়টা বাড়ির সকলে মিলে বাজী তৈরি করি।

কিন্তু এবার এখনও সেরকম খরিদ্দার দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে বলে বাজী তৈরি করতেও অসুবিধা হচ্ছে। বাজীর মশলার দাম অত্যধিক বেড়ে গেছে। সেইসঙ্গে আছে লেবারের সমস্যা, তার ওপর শব্দ বাজি নিষিদ্ধ হওয়ায় আমাদের এখানে আগের মত লোকজন আসে না। আতসবাজী শ্রমিক কর্মচারী বিক্রেতা সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, অন্য রাজ্যে যেখানে বাজীর ক্ষেত্রে ১২৫ ডেসিবেল শব্দ সীমা করা হয়েছে আমাদের এখানে সেটা ৯০ ডেসিবেল আছে। এরফলে আমাদের বাজির কারিগরদের সমস্যা হচ্ছে। শিবাকাশী থেকে শব্দযুক্ত আলোকবাজি আনতে আমাদের ভ্যাট দিতে হচ্ছে ১৪.৫%। অন্য রাজ্যে ভ্যাট দিতে হয় মাত্র ৪%। এত কিছুর পরও আছে পুলিশি ধরপাকড়। আমরা বৈধ ভাবে ব্যবসা করি, ট্যাক্স দিই অথচ আমাদের জন্য কোন বিমার ব্যবস্থা নেই। সর্বোপরি আমাদের এই বাজি বাজারে সরকার থেকে কোন অগ্নিনির্বাপন গাড়িরও ব্যবস্থা করা হয় নি। এই এলাকায় ৫০০০ পরিবার এই বাজি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। আমরা ভীষণ সমস্যার মধ্যে আছি।

বাজী বাজার ঘুরে দেখা গেল এবার চিনা বাজিও থাবা বসিয়েছে দেশীয় বাজি বাজারে। কম দামে হরেক মজার বাজী পাওয়া যাচ্ছে। যেমন বাটারফ্লাই, পপ-পপ, ম্যাজিক দেশলাই বক্স প্রভৃতি চিনা বাজীর চাহিদাও আছে ক্রেতা মহলে। সোমনাথ দাস নামে এক ব্যবসায়ী জানালেন আগামী দিনে এই চিনা বাজি আমাদের কুটির শিল্পে ভালই প্রভাব ফেলবে।

# ক্যানিংয়ে ট্রেন লাইনচ্যুত, আতঙ্কিত রেলযাত্রীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং:** সোমবার সকালে শিয়ালদহগামী ট্রেন লাইনচ্যুত হলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ঘুটিয়ারি শরিফ বেত-বেড়িয়ার মাঝামাঝি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং ২ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে সকাল ১০.০৫ মিনিটের আপ শিয়ালদহগামী ট্রেন ছাড়ে। ট্রেনটি বেতবেড়িয়া স্টেশন ছেড়ে ঘুটিয়ারি শরিফের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মাঝামাঝি এলাকায় ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। চলন্ত অবস্থায় ট্রেনের মধ্যের রেলযাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন বেশ কিছু রেলযাত্রী। তাদের মধ্যে একজন মহিলা রেলযাত্রীসহ কয়েকজন জখম হন। তবে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। এদিকে দুপুর ১.৫০টা পর্যন্ত এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রেলযাত্রীরা বেশ দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন।

# মালদা থেকে পাচার করা শিশুদের কি জঙ্গি ডেরায় পাঠানো হয়েছিল?

সংবাদদাতা, মালদা: সম্প্রতি মালদা জেলা থেকে কেরলে পাচার হয়ে যাওয়া ১২৩টি শিশুকে ইংরেজি শিক্ষার নাম করে পাচার করার খবর সব পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এই সব মুসলমান শিশুকে কি জঙ্গি ডেরায় পাঠানো হয়েছিল? মালদাতে সি আই ডি-র ৬ সদস্যের যে দলটি তদন্ত করতে কেরল থেকে এসেছিলেন তাঁরা মুখে কিছু না বললেও মালদা জেলার যেসব স্থান থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই সব জায়গাতে ওই সব শিশুর অভিভাবকরা না জেনে-শুনে তাদের ছেড়ে দেননি। ধর্মীয় কাজে তাদের একটি ছেলেকে দিয়ে নিজেদের পুণ্যবান বলেই মনে করেছিলেন তাঁরা। মালদা জেলার রতুয়া-১, রতুয়া-২, চাঁচল-১, হরিশচন্দ্রপুর-২ এবং মানিকচক থেকে ১২৩ জন শিশুকে যারা নিয়ে গিয়েছিল সেই চারজন-মহম্মদ আফজল হোসেন, হাজি জাহিরতদ্দিন, আবুবকর এবং মাসুর রহমান, কেবল অর্থের বিনিময়ে তাদের নিয়ে যাননি। জেহাদি কার্যকলাপ চালানোর জন্য এবং ধর্মীয় দিক থেকে তৈরি করতে এরা কেরলের মল্লিকাপুরম জেলার ভেকটাথুরে আনারুল হোদা কমপ্লেক্স নামে একটি সংস্থায় নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। সি আই ডি তদন্ত করলে এই শিশুদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা প্রকাশ পাবে। তবে এই ঘটনা নিয়ে কেবল হাইকোর্টের নির্দেশে পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে ওই রাজ্যের সি আই ডি। কারণ শিশু পাচারের পাশাপাশি অভিযোগ ওঠে, অনাথ আশ্রমের আড়ালে (আনারুল হোদা কমপ্লেক্স) কিশোরদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হোত। এই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতেই গত ২৪ জুন কেরল থেকে সি আই ডি-র টিম মালদাতে আসে।

**হরিশচন্দ্রপুর-২ এবং মানিকচক থেকে ১২৩ জন শিশুকে যারা নিয়ে গিয়েছিল কেবল অর্থের বিনিময়ে নয়। জেহাদি কার্যকলাপ চালানোর জন্য এবং ধর্মীয় দিক থেকে তৈরি করতে এরা কেরলে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল।**

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদা জেলা থেকে ইতিপূর্বে আরো অনেক শিশুকে ইংরেজি শিক্ষার নাম করে বাবা-মা-র সম্মতিতে কেরলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদের কোথায় পাচার করা হয়েছে বা প্রশিক্ষণ দিয়ে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কিনা তদন্ত করলেই তা জানা যাবে। তবে এইসব এলাকাতে প্রতি বাবা-মা-র ৬-৭টি শিশু প্রায় প্রতি পরিবারে থাকায় তাদের মধ্যে থেকে একটি বা দুটি ছেলেকে ধর্মীয় কাজে দিয়ে দেওয়ার প্রথা রয়েছে। যারা এদের নিয়ে গিয়েছিল তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। প্রশাসন মুখ না খুললেও এই ঘটনা ভয়ঙ্কর।

# কর্মসংস্থানে ৪০২টি অটো পারমিট

**বিশ্বজিৎ পাল**

**ক্যানিং:** সুন্দরবনের বেকারদের কর্ম-সংস্থানের উদ্দেশ্যে আর টি.ও. মহকুমা প্রশাসন ও ব্লকের উদ্যোগে গত সোমবার দুপুরে ক্যানিং থানার মাতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এন. আর.জি. এস কার্য্যালয়ে বেকার যুবকদের ৪০২টি অটো পারমিট তুলে দেওয়া হয়। তিনদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, খাদ্য কর্মধ্যক্ষ সুশীল সরদার প্রমুখ। সুশীলবাবু বলেন বেকার যুবকদের কর্ম-সংস্থান এবং অবৈধ অটো বন্ধ করে বৈধ অটো চালানোর উদ্দেশ্যে এই পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ৪০২টি অটো পারমিট বিতরণ করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অটোগুলিতে গ্যাসের ব্যবস্থাও থাকবে। পুরানো অটোগুলি তুলে নেওয়া হচ্ছে। ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন ক্যানিং হেড়ো ভাঙা রোডে ২৪৫টি এবং ক্যানিং বারুইপুর রোডে ১৭৫টি অটো পারমিট বিতরণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে অবৈধ অটো বন্ধ হয়ে বৈধ ভাবে অটো চলাচল করবে। আরো বেশ কয়েকটি রোডে পারমিট দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

# তাজা বোমা উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মণ্ড হারবার :** রবিবার বিকালে একটি নার্সারি বাগান থেকে ১২টি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মণ্ডহারবার থানার সরিষা এলাকায়।

একটি নার্সারি বাগানে কর্মচারীরা বিকালে গাছে জল দেওয়ার সময় দেখতে পায় বেশ কয়েকটি বোমা পড়ে আছে। ছুটে আসেন নার্সারি ম্যানেজার শীবেন্দ্রকুমার সিং এবং স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ বাহিনী। দমকলের ১টি ইঞ্জিন ও বোম স্কোয়াড। বোমগুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

# অনাস্থা আনছে তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর, দঃ শহরতলীর বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সি পি এম পরিচালিত সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১২ আসন বিশিষ্ট পঞ্চায়েতে ৬টি আসন পায় সি পি এম, তৃণমূল ৫টি এবং নির্দল ১টি। পরে নির্দল সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় আসন সংখ্যা সমান হয়ে যায়। টসে প্রধান এবং উপপ্রধান দুটি পদেই সি

## সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত

পি এম জয়ী হয়। প্রধান হন জ্যোৎস্না মাখাল, উপপ্রধান সোমা রায়। ৬ মাসের মধ্যে উপপ্রধান তৃণমূলে যোগ দেয়। তখনই সিপিএম সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। কিন্তু লোকসভা ভোটের জন্য তৃণমূল চুপচাপ ছিল। সম্প্রতি পঞ্চায়েতের আটজন সদস্য লিখিত ভাবে প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার ব্যাপারে স্বাক্ষর করেছেন বলে জানান বজবজ ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সেলের চেয়ারম্যান কানাই সাঁতরা। তিনি বলেন গত ১ বছর ধরে প্রধান স্বেচ্ছাচারী ভাবে কাজকর্ম চালাচ্ছেন। এলাকার উন্নয়ন থমকে গেছে তাই আমরা অনাস্থা আনতে চলেছি।

# মেট্রো রেলে আত্মহত্যা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** গত ১৩ অক্টোবর ৩-২৫ মিনিট নাগাদ যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনে মেট্রো রেলের সামনে ঝাঁপিয়ে এক বছর ষাটেকের পুরুষ যাত্রী আত্মহত্যা করেন। মেট্রোর চালক ট্রেনটি থামাতে একান্তভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাতে পারেননি। এই ঘটনার জন্য ময়দান ও মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়। বিকাল ৪.১০ মিনিটের পর থেকে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

# পুর-ভোটের স্বাদ পাওয়ায় ফের টিকিট পাওয়ার হুড়োহুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মানুষের ডেস্টিনেশন এখন সারদা। এছাড়া সাড়ে তিন বছর ধরে যে ভাবে তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা রাজনীতি ছেড়ে রোজগারের নীতি নিয়ে পার্টিতে প্রবেশ করেছে তাতে পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে রাজ্যের মানুষের মধ্যে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। পুর ভোট শুরু হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। দেখা যাচ্ছে যে সব নেতারা ঘর গুছিয়েছে এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তারাই এখন উঠে পড়ে লেগেছে আবার টিকিট পাওয়ার জন্য। পুরভোটে যে সব কাউন্সিলররা রাতারাতি রোজগারের নীতি নিয়ে ঘর গুছিয়েছে তারা বড় ধরনের তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রীদের ধরে আবার রোজগারের নীতি নিয়ে ভোটে দাঁড়াতে চাইছেন। তৃণমূল পার্টি একটা স্বচ্ছ পার্টি এ কথা বারবার মুখ্যমন্ত্রী বলে আসছেন। বিরোধীদের কথা, এলাকার সাধারণ মানুষের কথা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তৃণমূলের তদন্ত কমিটি কোথায়? জেলায় পুরসভাগুলোতে নির্বাচনে জিতে যে ভাবে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ভাঙা বাড়ি থেকে মার্বেল পাথরের মোড়া বাড়িগুলি তৈরি হোল, কাউন্সিলরদের সাইকেল থেকে মোটরবাইক কেনা হোল, বৌদের হাতে প্লাসটিকের চুরি থেকে সোনার মোটা বালা তৈরি হোল ব্যাংকক সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে এসে দামি শাড়ি ও বিউটিপার্লারে গিয়ে সৌন্দর্য রক্ষা করা এরপর মঞ্চে বসে ব্যাচ পরে ও ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে সামান্য কিছু বক্তৃতা রাখা। এই সব সন্দেহ কি নেত্রী মুছে ফেলতে পারবেন। সাধারণ মানুষের মন থেকে? বার বার পার্টিকে রক্ষা করার জন্য বলেছেন সৎ নেতা ও কাউন্সিলরেরা। কোনো রকম ভ্রূক্ষেপ করেনি তৃণমূল ভবন। বহু অভিযোগ জমা পরেছে জেলার পর্যবেক্ষকদের কাছে। পার্টির তরফ থেকে কোনো রকম তদন্ত করা হয়নি। তাতে করে পিছিয়ে এসেছেন সৎ নেতারা। এর দায় নিতে হবে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পুরসভাগুলিতে তদন্ত করলে বোঝা যাবে রাজনীতি থেকে রোজগারের নীতি কিভাবে জাঁকিয়ে বসেছে তৃণমূলের অন্দরে।

এইভাবে বেশিদিন চললে তৃণমূলকে আবার ব্যাক টু দ্য প্যভিলিয়ন হতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব লেগেছে রোজগারের নীতির জন্য। এখন এইসব রোজগেরে কাউন্সিলরদের প্রায় সময় দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যা নামলেই পার্টি অফিসে ভিড় জমাতে। ফের টিকিট পাওয়ার আশায়। সময় এখনও আছে তৃণমূল পার্টির পর্যবেক্ষকরা ভালো করে তদন্ত করুক। অন্যের হাতে তদন্তের দায়িত্ব দিলে তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যে বেনোজল ঢুকিয়ে রোজগারের নীতিতে নাম লেখাবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

**আলিপুর বার্তা**

কলকাতা : ৪৮ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১৮ অক্টোবর – ২৪ অক্টোবর, ২০১৪

# জয় ললিতার জেলযাত্রা

এদেশে রাজনীতিকদের জেলযাত্রা নতুন নয়। দেশে জরুরি অবস্থা থাকাকালে সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি প্রতিবাদী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের জেলে ভরে রাখা হয়েছিল সত্তরের দশকে। দিল্লিতে কংগ্রেস যুগ শেষ হওয়ার পরে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ইন্দিরা গান্ধিকেও কারাগারে রাখা হয়েছিল। সে ছিল রাজনৈতিক হিংসা প্রতিহিংসার ধারাবাহিক রোজনামচা। এরপর দীর্ঘদিন রাজনৈতিক পদাধিকারীদের জেলযাত্রা তুলনায় খুব কম ছিল। সম্প্রতিকালে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চৌতলা ও তামিলনাড়ুর জনপ্রিয় অভিনেত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর জেলযাত্রা ভারতীয় রাজনীতি জগৎ থেকে সাধারণ মানুষের মনে যেমন তোলপাড় হয়েছে তেমনি সমাজকে একটি বিশেষ বার্তাও দিয়েছে। অন্যায় আয় বহির্ভূত সম্পত্তি বাড়ান, দেশের মানুষকে ঠকালে পরিণাম যে সবসময় ভাল নয়, ভাল হয় না, বিলাস বহুল জীবনযাত্রা আর জনপ্রতিনিধি হওয়ার পর তিন চার গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধির নজির মায়াবতী মুলায়ম থেকে লালুপ্রসাদ, কানিমাজি থেকে এ রাজ্যেরও কিছু রাজনীতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার সংবাদ প্রকাশ্যে আসার একটি বার্তাই বারংবার রাজনীতিকদের জন্য যাচ্ছে তা হল– 'এবার তোরা সৎ হ, এবার তোরা ভাল হ'।

বাংলার আকাশে এই সময় সারদা ঝড় ও বোমা বিস্ফোরণের জোড়া হুদহুদ রাজনীতি ও সমাজ উত্তাল, জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় ও সততা নিয়ে চলার মানসিকতা আজ জরুরি। সৎ জনপ্রতিনিধি যাতে রাজনৈতিক স্তরে সঠিকভাবে মতদ পান সেটিও জরুরি। বাংলার রানীতিবিদ কিছু বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে গেছে সারদা ও বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডকে কেন্দ্র করে।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার আগে রাজনৈতিক দলগুলির মতো ভোট দাতাদেরও প্রার্থীর ব্যক্তিগত পরিচয় ও সততা সম্পর্কে যতটা সম্ভব ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ধর্মনিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়ে জাতপাতের সংরক্ষণ ধর্মের সংরক্ষণের তাগিতে প্রকৃত মুক্ত মনের মেধাবী প্রার্থীরা যারা ব্যক্তিজীবনে সচ্ছতা বজায় রেখে দেশ সেবা করতে চায় তারা প্রার্থী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দলসেবা কিংবা ব্যক্তিসেবা নয়, জনসেবাই জনপ্রতিনিধিদের প্রাথমিক কর্তব্য এবং এই কর্তব্য বোধ যখন লঘু হয়ে যায় তখনই দলীয় আদর্শবাদ ফিকে হয়ে যায়। বিভিন্ন দেশে ও দলে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। কয়েকদশক আগে ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রপ্রধান কোরাজিনা অ্যাকুইনার প্রাসাদ থেকে মিলেছিল সম্পত্তি বহির্ভূত সম্পদ এবং বিশেষ করে কয়েক হাজার জোড়া জুতো। এদেশের মায়াবতী ও কম বিলাসিতা দেখাননি। হাত আর স্ট্যাচু তৈরি করতে তার রেকর্ড কেউ ছুঁতে পারেনি। জয়ললিতার শেষ রক্ষা হল না। রানীতিকদের কাছে আরও সচ্ছ আরও সৎ মানসিকতার বার্তা দেশবাসী আশা করে তা আদালতের রায় আরও একবার প্রমাণ হল।

## অমৃত কথা

৩৩১ যার এখানে আছে তার সেখানেও আছে, যার এখানে নেই তার সেখানেও নেই।

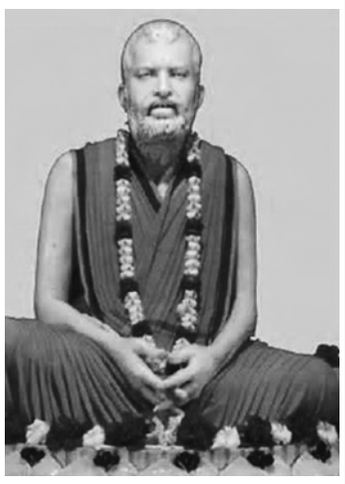

৩৩২ কে কার গুরু? ঈশ্বর সকলকার গুরু।

৩৩৩ স্ত্রীলোক মাত্রেই ভগবতীর অংশ, অতএব মাতৃস্থানীয়া।

৩৩৪ যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাকলে সতী হয়, তেমনি ইষ্টে নিষ্ঠা থাকলে ঈশ্বর লাভ হয়।

৩৩৪ যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ। দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেল এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে। একজন বললে, 'চল ভাই খানিকক্ষণ ওখানে বসে ভাগবত শুনিগে?' অপরজন বললে, না ভাই, ভাগবত শুনে কি হবে, চল ততক্ষণ বেশ্যালয়ে গিয়ে আমোদ করিগে।' প্রথম জন তাতে রাজী হল না, সে সেখানে গিয়ে ভাগবত শুনতে লাগলো, অপরজন বেশ্যালয়ে গেল। কিন্তু বেশ্যালয়ে তার আমোদ করা হল না, সে কেবলই ভাবতে লাগলো যে, হায়! হায়! আমি কেন এখানে এলাম, না জানি আমার বন্ধু এতক্ষণ সেখানে বসে কত হরিগুণ গান শুনছে। অপরজন ভাগবত শুনতে বসলো, কিন্তু তার ভালো লাগলো না, সে সেখানে বসে কেবলই ভাবতে লাগলো যে, হায়! হায়! আমি কেন আমার বন্ধুর সঙ্গে গেলাম না, না জানি বেশ্যালয়ে সে এতক্ষণ কত আমোদ করছে। ফলে যে বন্ধু ভাগবত শুনছিল তার বেশ্যালয়ে যাওয়ার ফল হল এবং যে বন্ধু বেশ্যালয়ে গিয়েছিল, তার ভাগবত শোনার ফল হল।

৩৩৫ একটা লোক তেল মেখে নাইতে যেতে যেতে পথে শুনতে পেলো যে, অমুক সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, আজ ক'দিন ধরে তার যোগাড় করছে। এই কথা শুনেই তার বোধ জন্মালো যে, সন্ন্যাসী হওয়াই সার এবং তক্ষুনি সেই তেল মাখা গায়েই সে বের হয়ে চলে গেলো, আর বাড়িতে ফিরলো না। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।

## ফেসবুক বার্তা

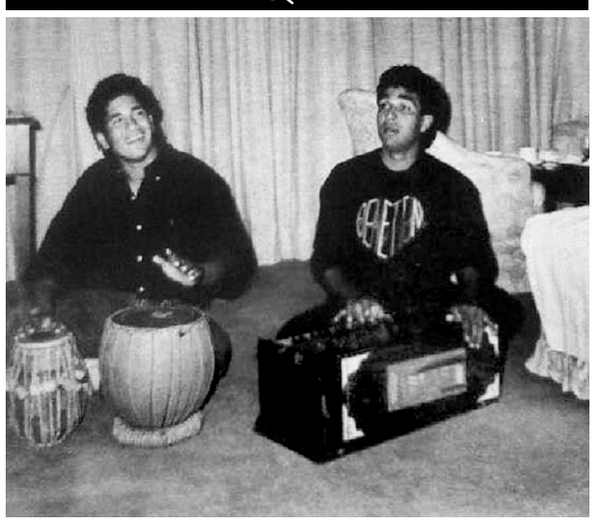

শচীন তেন্ডুলকারের পিতৃদেব ছিলেন শচীনদেব বর্মনের বিরাট ভক্ত। তাঁর নামেই পুত্রের নামকরণও করেছিলেন। সময় পেলে শচীন নিজেও মেতে ওঠেন সঙ্গীত লহরীতে। অন্তত বেশ কয়েক বছর আগের এই তবলাবাদক মাস্টার ব্লাস্টার সেই চিত্রই তুলে ধরছে।

# ২১ অক্টোবর ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত চলছেই

**ড. জয়ন্ত চৌধুরী**

ভারতের মুক্তি সাধনায় দেশ ছাড়া হতে হল, পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি, প্রকৃতির সঙ্গে অসম লড়াই তবু পথ চলা। ভারতপথিক সুভাষচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ভারতপথিক বইতে স্বামী বিবেকানন্দের মাকালীর মৃত্যু সাধনাকে আপন করে নিয়েছিলেন। হৃদয় শ্মশানে শ্যামামায়ের নৃত্য লীলাকে বড় আপন করে নিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর কৈশোর–যৌবনের সন্ধিক্ষণে তাই জাতীয় কংগ্রেসের দু'বারের নির্বাচিত সভাপতি আই এ এস ত্যাগী সুভাষচন্দ্রকে দেশের মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে দু'বার ভাবতে হয়নি। রসে–বসে সুখে শান্তিতে শ্যামকূল রেখে রাজনীতি করবার জন্য তিনি সর্বভারতীয় নেতা হননি। ১৯৪১ এর জানুয়ারিতে যখন তিনি ছদ্মবেশে, ছদ্ম নামে তীব্র শীতের কামড় সহ্য করে কাবুল কান্দাহার মস্কো হয়ে বার্লিন যাত্রা করলেন তখন তাঁর চোখে ছিল স্রেফ ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন আর বুকে তীব্র দেশপ্রেম। হিটলারের দেশে বসেই তিনি হিটলারের অন্যায়ের সমালোচনা করতে ভয় পান নি। বার্লিন বেতার থেকে 'আমি সুভাষ বলছি'র ঘোষণা এর পরেই মৃত্যুসঙ্কুল সমুদ্রপথে তিনমাস ডুবোজাহাজে সুদূর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে নেতাজি সুভাষ। হাজার হাজার প্রবাসী ভারতীয়দের চোখের মণি নেতাজি। ১৯১৫ সালে কাবুলে বসে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা প্রমুখ বিপ্লবীরা যে স্বাধীন সরকারের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যে সাবমেরিন অভিযাত্রায় সুভাষচন্দ্র সার্থক পরিকল্পনা করে গেছেন দিনের পর দিন যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে জার্মানিতে আগেই দুর্ভেদ্য ইন্ডিয়ান লজিয়ন এর বলিষ্ঠ সংগঠন তৈরি রেখেছিলেন। এবার জাপানে মোহন সিং ব্যর্থ হবার পর বাংলার আর এক দামাল মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ট লীগের দায়িত্ব তুলে দিলেন কনিষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষ এর হাতে। বিশ্বের বৈপ্লবিক ইতিহাসের একের পর এক ব্যতিক্রমি রেকর্ড সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটে চলল। প্রবাসী ভারতীয় সক্রিয় দানে গড়ে উঠল সামরিক ও অসামরিক শাখা নিয়ে স্বতন্ত্র সরকার। আর্ন্তজাতিক রীতিনীতি মেনে ১১টি স্বাধীনরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কদের স্বীকৃতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়াতেই গড়ে উঠল অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার। অস্থায়ী কারণ নেতাজি বিশ্বাস করতেন দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতবাসীর অধিকার আছে নতুন সরকার, নতুন নেতা নির্বাচনের। তাই আজাদহিন্দের সামরিক বিভাগের গান্ধি বিগ্রেড, নেহেরু ব্রিগেড, আজাদ বিগ্রেড–এর নামকরণের মধ্যে দিয়ে তাঁর উদার ভাবনা চিন্তা ও গণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে প্রথম তিনিই মহাবিদ্রোহের অন্যতম অগ্নিনায়িকা ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাঈএর সম্মানে এবং তাঁর আত্মদানের প্রেরণায় প্রথম নারী বাহিনী 'ঝাঁসি' বাহিনী গঠন করেন। যা স্বাধীন ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীতে মেয়েদের অংশগ্রহণ স্বীকৃতি পায় পঞ্চাশ বছর পর। গান্ধিজীর ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় বিভিন্নভাবে ভারতের কয়েকটি জায়গায় মেদিনীপুরের স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার গঠন হলেও সেগুলিকে খুব দ্রুত ব্রিটিশ প্রশাসন দমন করতে পেরেছিল কিন্তু সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ সরকারকে যতই তাঁরা জাপবাহিনী কিংবা বিদেশি মদতপুষ্ট সরকার বলে তাদের প্রভাব যন্ত্রে প্রচার করুক বাস্তব ক্ষেত্রে আজাদহিন্দ এর ভূমিকা তারা অস্বীকার করতে পারেননি। ব্রিটিশের কুখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের ওপর নির্দেশ ছিল যেনতেন প্রকারে সুভাষ বোসকে খতম করতে হবে। ১৯৪৩ এর ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার সময় নেতাজি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ভারতের জন্য থাকবেন। ইঙ্গ–মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে পরের দিন তার যুদ্ধ ঘোষণা। প্রবাসী বিপ্লবীদের সক্রিয় নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এবং এদেশের ভিতরে তাঁর সিক্রেট সার্ভিসের গোয়েন্দাদের তৎপরতা স্বাধীন ভারতের স্বপ্নকে ক্রমশ বাস্তব করে তুলল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র নায়করা শুধু নয়, খোদ মিত্রশক্তির স্ট্যালিন গোপনে নেতাজির আজাদ হিন্দু সরকারকে সমর্থন এবং যে দেশে দূতাবাস খুলতে অনুমতি দিয়েছিলেন। নেতাজির ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ প্রবাসী ভারতীয়দের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশ্বের ইতিহাসে আজাদহিন্দের ভারত অভিযান এক অনন্য বার্তা দিয়ে দিল। বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে, দেশি বিদেশি অজস্র ভাষা নানা প্রচার পুস্তিকা, বক্তৃতা, বুলেটিন, স্বতন্ত্র শিক্ষা, ব্যাঙ্ক, স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগ আজাদ হিন্দকে সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্ধে তুলে ধরেছিল। আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেল মুক্ত হল নেতাজির হাতে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির নামকরণ করলেন শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ। উঠল তে–রঙ্গা জাতীয় পতাকা, ১৯৪৪ এর ২য় মার্চ ভারতের মূল ভূ–খন্ডের দুটি ব্রিটিশ ঘাঁটিকে পর্যুদস্ত করে আজাদি সেনারা ইম্ফল ও কোহিমায় ভারতের পতাকা তুলেছিল। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, প্রবল পাহাড়ি বন্যা, বিশ্বাসঘাতকতার জেরে ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করেও ফিরে যেতে হয়। ২৮ হাজার আজাদি সেনার রক্তে ইম্ফল কোহিমার পার্বত্য অঞ্চল ভিজে যায়। লালকেল্লায় দিন আজাদি সেনানায়কের বিচার চলাকালে দেশবাসী জানতে পারেন নেতাজির বৈপ্লবিক সংগ্রামের তথ্য। ছাত্র যুব ও সেনা বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভারতে। নৌ–বিদ্রোহ সামাল দিতে লন্ডনে চলে

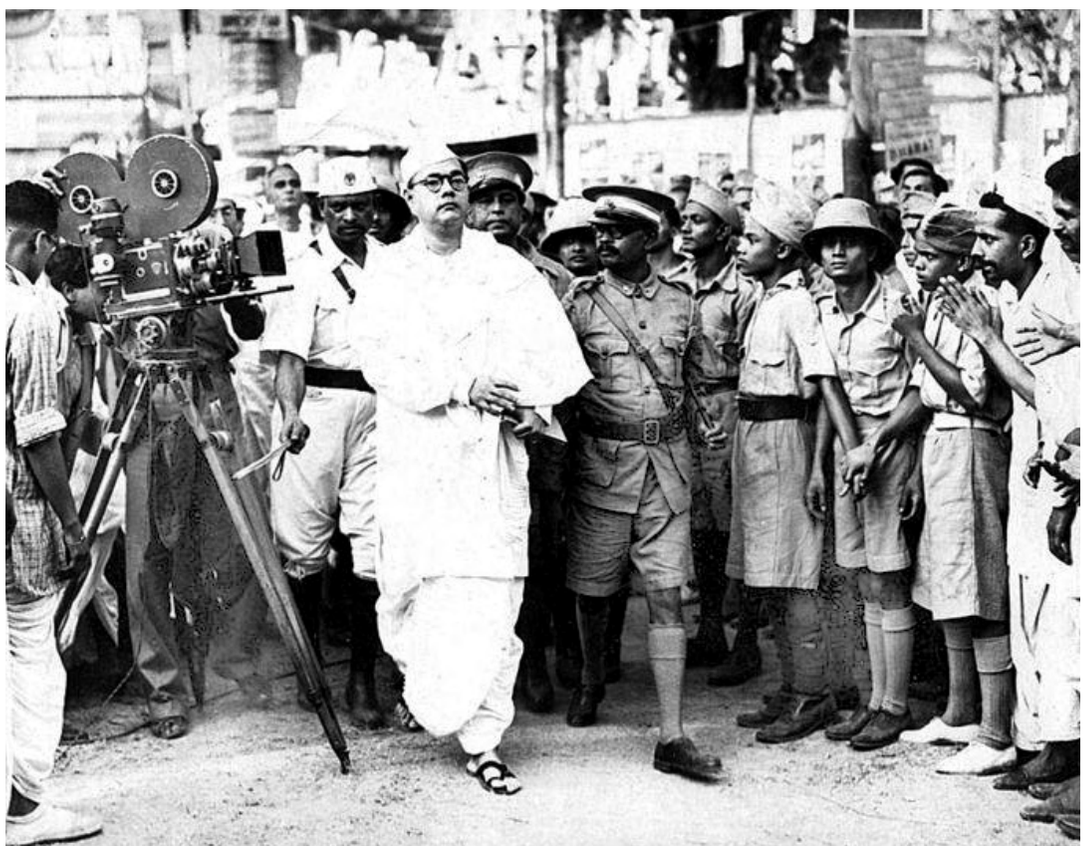

## জয়তু আজাদ হিন্দ

ঘন ঘন বৈঠক। ১৯৪৫ এর ১৫ আগস্ট বিশেষ হুকুম নামায় নেতাজি আজাদ হিন্দের দায়িত্ব অর্পণ করেন জেনারেল এস জেড কিয়ানির হাতে। নির্দেশিকায় লিখেছিলেন ভারত স্বাধীন হবে অচিরেই। নেতাজি ও আজাদহিন্দ এর প্রতিফলিত গরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে নেহেরু প্যাটেলরা বিপুল জনসমর্থনে দিল্লির মসনদে বসলেন। এর আগে অবশ্য প্রথম ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন নেহেরুকে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতটের নিকটবর্তী আজাদ হিন্দ শহিদ স্মারকদণ্ড ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করেন। আজাদ হিন্দ ফান্ডের কোটি কোটি টাকা ও রত্ন অলংকার যা প্রবাসী ভারতীয়দের দান ছিল সেগুলি লুট করে দেশে ফেরেন তারা। ভারতের প্রথম আর্থিক কেলেঙ্কারী বা ঘোটালা এই আই এন এ ফান্ডের লুঠ। এর পর প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এক গোপন সার্কুলারে জানিয়ে দেন যে সেনা ব্যারাকে, ক্লাবে, ক্যান্টিনের কোন প্রকাশ্যস্থানে নেতাজির ছবি টাঙানো যাবে না। জন উন্মাদনা নেতাজির নামে সহ্য হয়নি নেহেরু প্যাটেল কোম্পানির তাই তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যাতে কোন আজাদ তরুণ সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা করে। সম্ভাবনাময় দেশপ্রেমিক তরুণ যোদ্ধাদের প্রতি এ অবিচার কী ক্ষমতা হস্তান্তর আর কমনওলেথভুক্ত রাষ্ট্র হবার গোপন শর্ত দিল? অজানা বাণীতে এদের পয়লানম্বর শত্রু সুভাষ বোসের জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি প্রায় দু দশক উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। হত না কোন নেতাজি সম্বন্ধিত অনুষ্ঠান বা আজাদ হিন্দের গান সম্প্রচার। জনমতের চাপে পরিস্থিতি ঘুরলেও রাজনৈতিক কৌশল কাজ করে গেছে বারবার। লোক দেখান নাম মাত্র নেতাজি ফান্ড কমিটি বা কমিশন কিংবা সামান্য কেউ নেতাজি সম্পর্কিত গোপন ফাইল প্রকাশ্যে এলে দেশবাসীর কাকে নেতাজির বৈপ্লবিক অবদানকে ছোট করার চিন্তা হলেও কিংবা রাষ্ট্রীয় স্তরে অহিংসা ম্যাজিকে দেশ স্বাধীনের বিকৃত ইতিহাস প্রচার হলেও বিদেশি ঐতিহাসিক গবেষকরা সত্য বলতে দ্বিধা করেননি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি বাংলার রাজভবনে জানিয়ে দিলেন যে নেতাজির শেষ বৈপ্লবিক আঘাত ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করেছিল কারণ গান্ধিজীর ভারত ছাড় ১৯৪২ সালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্য রাতে ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জের আজাদি বন্দি শিবিরে ব্রিটিশ নির্মম ভাবে গুলি চালিয়ে দেড় হাজারের ওপর সেনা জোয়ানকে হত্যা করে। তাদের দেহ নদীতে ভাসিয়ে পুকুরে, মাঠে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল এবং সংবাদটি বহিঃবিশ্বে গোপন রাখা হয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের তুলনায় অনেকগুণ বেশি ছিল মৃত্যু সংখ্যাটি। নেহেরু সংবাদ মাধ্যমকে জানান বন্দি শিবিরে গোলাগুলি চলেছে এবং চার পাঁচজন মারা গেছে। বিস্ময়কর ব্যাপার প্রতিবেদক দিল্লির জাতীয় মহাফেজ খানায় রচিত আজাদ হিন্দ ফাইলে দেখেছেন ১৫৮০ জন সেনা জওয়ানের নাম যাতের বাদী করে আনা হয়েছিল ব্যারাকপুর সহ বিভিন্ন ব্রিটিশের সেনা ব্যারাকে। কেন এই মিথ্যাচার হয়েছিল সেদিন। দেশবাসীর কাছে সত্যগোপন করা হল কেন? লোকসভায় ডান–বাম কোন সাংসদ আজ পর্যন্ত সত্য প্রকাশের দাবি জানালেন না কেন? বাংলার জালিয়ানওয়ালাবাগকে ভুলিয়ে দিতে কেন পাট গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে নীলগঞ্জের ওই স্থানে। দিল্লিতে পটপরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে কি?

নেতাজি ও আজাদ হিন্দ সংক্রান্ত অজস্র নথি যা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, চিরকাল ঐতিহ্য যে গুলির প্রকাশে এত বিলম্ব, দ্বিধা কেন? স্বাধীনতার ষাট বছরেও ভারতের প্রকৃত মুক্তি চেতনার দিন ২১ অক্টোবর শাসকশ্রেণীর কাছে ধারাবাহিক ভাবে ব্রাত্য কেন? রাজধানী দিল্লির বুকে আজাদি স্মারক গড়ে ওঠে নি যেমন ইতিহাসের পাতায় আজাদি লড়াই অতি সংক্ষিপ্ত। কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকার কেউই দেশপ্রেমের ঐতিহ্য নিয়ে ভাবিত নয় যেমন আজকের বিপ্লব চেতনায় উদ্বুদ্ধ নতুন যুব প্রজন্ম, চে কিংবা ফিদেল কাস্ত্রোর ছবি সহ পোষাক পড়ে ঘুরলেও নেতাজির দেশপ্রেম আজাদি বিপ্লবএর শিক্ষা দেন নি রাজনৈতিক মেন্টররা।

## যাওয়া আসার পথে পথে

# দুর্গা সবাইকে মিলিয়ে দেন

**দীপককুমার বড় পণ্ডা**

এবার দুর্গা পুজোয় মহাষষ্ঠীর সন্ধেবেলায় ঠাকুরপুকুর থেকে প্রণব দা–র স্কুটারে বসে এগোচ্ছিলাম। প্রণব দা মানে প্রণব গুহ, বড় মাপের সমাজসেবী। বেশ ভালো লেখেন। ওঁর সঙ্গে মাঝে মাঝেই আমি এইভাবে ফিরি। জেমসলঙ সরণি দিয়ে চলেছি। গোটা রাস্তাটা আলোয় মোড়া। একটা পুজো প্যান্ডেল শেষ হচ্ছে, শুরু হচ্ছে আর একটা। সেদিন, ঠাকুরপুকুর থেকে রাসবিহারী মোড় পর্যন্ত যেতে যেতে মনে হয়েছে গোটা কলকাতাতে একটাই পুজো। অন্তত ঠাকুরপুকুর থেকে রাসবিহারী যেন একটাই প্যান্ডেল। প্রায় সব জায়গাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে, মন্ডপ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে আলাদা গান, যেন একটা মঞ্চে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হচ্ছে। ভর সন্ধেবেলায় কলকাতার সেই হতদরিদ্র ভাবটা আজ নেই। কলকাতা শহরটাও যেন পুজোয় নতুন জামা–কাপড়–এ মোড়া। টালিগঞ্জের মহাবীরতলায় মন্দিরের সামনে যে বৃদ্ধা–ভিখিরি বসে থাকেন, তিনিও আজ নতুন থান পরেছেন। অন্যদিন তো তাঁর লজ্জা নিবারণ করা মুশকিল হয়। কোনও উপকারী মানুষ বা কোনও সংস্থা হয়তো তাঁকে নতুন কাপড়– চোপড় দিয়েছে। এই প্রবণতাটা ভালো। এখন গোটা রাস্তা পুজোয় মেতে উঠেছে। গাড়ির চাকা গড়াচ্ছে না। সারি দিয়ে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কলকাতা পুলিশ প্রচুর 'পুজো ভলেন্টিয়ার' লাগিয়েছে। কিন্তু তাতেও সরু সরু রাস্তা ম্যানেজ করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে।

স্কুটারের পেছনে বসে গাড়ির ধোঁয়া গিলছি, আর ভাবছি, এ কি বৈভব! এত টাকা, এত উচ্ছাস! এই রাজ্যে কত মানুষ অনাহারে মরে আজও, অশিক্ষার ঠেলায় জলজ্যান্ত মানুষকে ডাইনি বানায় আমাদের সমাজ, পণের টাকা না পেলে আজও বহু মহিলাকে অত্যাচারিত হতে হয়। তাও এবার নাকি বাজারে চিটফান্ড–এর কাহিল অবস্থার জন্য পুজোগুলোতে এর প্রভাব পড়েছে। পুজো প্যান্ডেলের সেই রমরমা ভাবটা নেই। তবে ঢাকের আওয়াজটা আগের মতো একরকম আছে। থাকবেই তো, এটা তো পরম্পরা। ঢাক ছাড়া যেন দুর্গা পুজোর কথা ভাবা যায় না।

প্রণব দা বললেন, 'দুর্গা ঠাকুর সবাইকে মিলিয়ে দিচ্ছেন।' মানে? প্রণব দা বললেন, 'দুর্গা পুজোর মূল দু'জনের একজন হলেন ব্রাহ্মণ, অন্যজন ঢাকী, তপশিলি জাতির মানুষ। কি বৈচিত্র্য। পুজো যে বাজেটের হোক এই দু'জনকে লাগবেই।' সত্যিই তাই, পুজোর ক'দিন জেলাগুলো থেকে বহু ব্রাহ্মণ আর ঢাকী আসেন কাজ পাওয়ার আশায়। ঢাকীরা শিয়ালদায় ঢাক পিটিয়ে তাঁদের উপস্থিতির কথা জানান দেন। আর ব্রাহ্মণদের নানা 'ক্যাচ' থাকে, নানারকম যোগাযোগ থাকে। গ্রামের এই ব্রাহ্মণদের যাঁরা যোগাযোগ করিয়ে দেন, তাঁরাও কোনও কোনও সময় কিছু 'কমিশন' পান। পুজো কমিটিগুলো এখন অনেকে 'ফুরণ'–এ পুজো করান। ব্রাহ্মণকে 'থোক টাকা' ধরিয়ে দেন। কাপড়–চোপড়, দশকর্মার জিনিসপত্র সব কেনাকাটা এইসব বাড়তি দায়িত্ব আর পুজো কমিটির কেউ নিতে চায় না। টাকায় সব কাজ হয়। ঢাকী ঢাক বাজাচ্ছেন, ব্রাহ্মণ নেচে নেচে আরতি দিচ্ছেন। উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণের মিলনে মেতে ওঠে গোটা কলকাতা, গোটা রাজ্য তথা দেশ।

আজ ষষ্ঠী বলে কিনা জানিনা, এবার ছেলে–মেয়েদের কাপড়–চোপড়ে তেমন বাহারি কিছু চোখে পড়ছে না। কেমন একটা 'সিম্পল ভাব'। ছেলে–মেয়েরা হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। বোন ভাইয়ের, বন্ধু ধরেছে বান্ধবীর হাত। সারা বছর সে সুযোগ মেলে। সবাই হইহই করে দৌড়চ্ছে যেন। কারোর দাঁড়াবার উপায় নেই, নিয়ম ভাঙার খেলায় যেন সবাই দৌড়চ্ছে। কেওড়াতলা থেকে রাসবিহারী মোড়ের দিকে আর স্কুটার যাবার উপায় নেই। হাঁটতে শুরু করলাম। একটা জায়গায় দেখলাম, 'পুজো ভলেন্টিয়ার' আর এক যুবকের মারামারি চলছে। যুবকের সঙ্গী যুবতীটি তাকে কোনওভাবেই নিরস্ত করতে পারছে না। যুবকটি বলছে, 'তুই কি ইউনিফর্ম পরেছিস বলে, আমাদের মাথা কিনে নিয়েছিস নাকি?' ভলেন্টিয়ারটি কলকাতা পুলিশের দেওয়া গেঞ্জিটি নিমেষে খুলে ছুঁড়ে দিল এই বাহিনীর এক মহিলার হাতে। মারামারি চলতেই লাগল। ব্যস্ত মানুষের সেদিকে নজর নেই। ভিড়টা এগিয়ে চলেছে।

সপ্তমীর দিন হাওড়া স্টেশনে বসে আছি। বহু মানুষ নানা জায়গায় যাচ্ছেন। অনেকে যাচ্ছেন 'দেশের বাড়ি'। তবে, এই ভিড়–এর অনেকটা বেড়াতেই যাচ্ছে। 'দেশের বাড়ি' অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড কিংবা বিহারের কিছু মানুষ পুজোর ছুটিতে নিজেদের বাড়ি যাচ্ছেন। আমার সামনে মাঝবয়সী এক মানুষ এবং তাঁর বৃদ্ধা মা বসে। জানতে চাই,

– কোথায় যাচ্ছেন?

– নবদ্বীপ। ভদ্রলোক উত্তর দেন।

– এই পুজোয় নবদ্বীপ যাচ্ছেন! কৌতূহল প্রকাশ করি।

– মা বললেন, পুজোর ক'টা দিন ওখানেই থাকবেন। তাই যাচ্ছি। মা–এর বয়স হয়েছে, তাই মা–এর ইচ্ছাটাকে গুরুত্ব দিই।

ভদ্রলোক এই কথা বলার পর বৃদ্ধা ফোকলা হাসলেন। খেয়াল করছি, বৃদ্ধা মাঝেমাঝেই ছেলেকে এটা খাব, ওটা খাব বলছেন। ছেলে বারে বারে উঠে গিয়ে তাই এনে দিচ্ছেন। একসময় শুনলাম ভদ্রলোক বললেন, 'মা একসঙ্গে বল। বারে বারে যেতে অসুবিধা হচ্ছে তো।' মা ছেলের দিকে করুণ চোখে তাকালেন। হয়তো বুঝলেন ছেলের অসুবিধাটা। পাশেই দেখলাম এক স্বামী–স্ত্রী এবং তাঁদের দুটি ছোট মেয়ে। এক মেয়ে বাবার কোলে ঘুরে আসার পর আর একজন কাঁদতে শুরু করল। বাবা তাকে নিয়ে ঘুরতে যাবেন ভেবে কোলে নিলেন। আগের জন আবার কেঁদে উঠল। এবারও সে যাবে। বাবা দুই মেয়েকেই দুটি কোলে নিলেন। সেই বৃদ্ধার সন্তানকে দৃশ্যটা ইশারায় দেখালাম। ভদ্রলোক বললেন, 'আমরাও এইভাবে বাবা–মাকে ছোটবেলায় বিরক্ত করেছিলাম।' এবারও তাঁর মা ছেলের দিকে তাকালেন। যেন বললেন, ইতিহাসটা শুধু ঘুরে ঘুরে আসে। এখনতো আমি তোর সন্তান। মায়ের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোকের মনটা আনন্দে নেচে উঠল।

> **'দুর্গা ঠাকুর সবাইকে মিলিয়ে দিচ্ছেন।' মানে? প্রণবদা বললেন, 'দুর্গা পুজোর মূল দু'জনের একজন হলেন ব্রাহ্মণ, অন্যজন ঢাকী, তপশিলি জাতির মানুষ। কি বৈচিত্র্য। পুজো যে বাজেটের হোক এই দু'জনকে লাগবেই।' সত্যিই তাই, পুজোর ক'দিন জেলাগুলো থেকে বহু ব্রাহ্মণ আর ঢাকী আসেন কাজ পাওয়ার আশায়। ঢাকীরা শিয়ালদায় ঢাক পিটিয়ে তাঁদের উপস্থিতির কথা জানান দেন।**

কেনেন ব্রাহ্মণ। অনেক সময় নতুন জিনিস আর কিনতে লাগে না। একই মাল লেগে যায়, অন্য আর এক পুজোয়। অবশ্য আগের দিনের মতন এখন বান্ধবীর হাত ধরে হাঁটতে পুজোর দিনের জন্য শুধু অপেক্ষা করতে হয় না।

# কুলপির হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ শিবির ঘুরে দেখলেন বিডিও ও বিধায়ক

## চেনা ছবির বাইরে

**মেহেবুব গাজী**

রাজ্যের হস্তশিল্পগুলোকে আরও জোর দেওয়ার জন্য সরকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের আর্থিক সাহায্য করছে। এমনই একটা উদাহরণ পাওয়া গেল কুলপির উদয়রামপুরে। উদয়রামপুর গ্রামে আজাদ ইউনাইটেড ও নিবেদিতা মহিলা সমিতি নামক দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র গৃহবধূদের নিয়ে বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ চালাচ্ছে। যার মধ্যে উল্লেখ্য হল তাঁত ও জরির মত জনপ্রিয় শিল্প।

এছাড়াও রয়েছে আরও অনেক কুটির শিল্প। গত সোমবার সরেজমিনে উদয়রামপুর গ্রামের কর্মকান্ড দেখতে গেলেন কুলপির বিডিও সেবানন্দ পন্ডা, বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, সমাজ কল্যান দপ্তর আধিকারিক নির্ঝর মণ্ডল সহ আরও অনেকে। প্রায় ১০০ জন মহিলা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এরা সংসারের সময় বাঁচিয়ে এই কাজ শেখে। কেউ গামছা তৈরি, কেউ বা চরকায় সুতো কাটে।

আবার কেউ ধুতি তৈরির কাজ শিখছে। এদের মধ্যে এক গৃহবধূ ছলিনা বলেন, 'প্রায় দুমাস কাজ শিখছি। আগের থেকে এখন অনেক ভাল পারি। সংস্থা আশ্বাস দিয়েছে কাজ শেখা হয়ে গেলে কিছু অর্থ আসবে হাতে। আমরাএখানে মূলত গামছা তৈরি করি। এদিন মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন, কুলপির বিডিও বিধায়ক সহ অন্যরা। বিধায়ক নিজে ক্ষণিকের জন্য গামছা তৈরির কাজ শেখেন।

পাশাপাশি নিবেদিতা মহিলা সমিতি জরি শিল্পের উপর জোর দিয়েছে। জরি শিল্পের কর্মকাণ্ড বিডিও নিজে ঘুরে দেখেন ও ক্যামেরা বন্দি করেন। কুলপির বিডিও সেবানন্দ পান্ডা জানান ''আমরা এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সাধুবাদ জানাই।

আগামী দিনে আরও এগিয়ে চলুক। আমরা এই সমস্ত গৃহবধূদের পাশে আছি এবং তাদের তৈরি জিনিস আমরা ব্লকের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করব। বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার জানান ''যে সমস্ত মায়েরা এই কাজ শিখছেন বা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং তাদের ছেলেমেয়েদের যাতে কোন সমস্যা না হয় সেই বিষয়ে নজর রাখা হবে। উদয়রামপুর আজাদ ইউনাইটেড সংস্থার কর্ণধার জামাল আহমেদ খান জানান ''তিনি এভাবেই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। গ্রামের দরিদ্র গৃহবধূদের নিয়ে তাদেরকে স্বচ্ছল করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে তিনি চান পিছিয়ে পড়া মেয়েদের কর্মমুখী করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে। এছাড়াও তিনি গ্রামের মানুষের সুখ দুঃখে পাশে থাকেন। এলাকায় জামাল ভাই বলে পরিচিত।

সমাজ কল্যাণ দপ্তর আধিকারিক নির্ঝর মন্ডল বলেন এই দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে প্রায় একশো মহিলা কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। আমরা সরেজমিনে পরিদর্শন করি। এবং আমাদের দপ্তর থেকে এদেরকে আর্থিক সাহায্য করা হয়।''

তিনি আরও জানান, কুলপি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় এইরকম কাজ হচ্ছে। রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতিতে বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। আর এইরকম বিষয়ে সচেতনতা বাড়াবার জন্য সমস্ত ব্লকেই প্রস্তুতি চলছে।

# কন্যাভ্রূণ হত্যা করলে কড়া ব্যবস্থা: ডঃ হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর, ২০১৪ বর্তমান আলট্রা সাউন্ড মেশিন সংক্রান্ত নিয়মাবলীগুলি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য নতুন যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধন একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ১৩ অক্টোবর নয়া দিল্লিতে প্রি-কনসেপশন অ্যান্ড প্রি-নাটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিক্স অ্যাক্ট, ১৯৯৪ (পি.সি অ্যান্ড পি. এন.ডি.টি. অ্যাক্ট)-এর রূপায়ণের ওপর নজরদারি বিষয়ক পুনর্গঠিত সর্বোচ্চ সংস্থা কেন্দ্রীয় তদারকি পর্ষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ হর্ষবধন বলেন, খরচ কম হওয়ার কারণে আলট্রা সাউন্ড মেশিনের অপব্যবহার যেহেতু এখনও ব্যাপক তাই জেনেটিক টেস্টিং বা পরীক্ষার নাম করে নতুন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে।

ডঃ হর্ষবর্ধন আরও বলেন যে, পি.সি. অ্যান্ড পি. এন. ডি.টি আইনটি বিগত ২০ বছর ধরে থাকা সত্ত্বেও ২০১১র জনগণনা অনুযায়ী প্রতি হাজারে শিশুকন্যার সংখ্যা ১৯৭১-এর ৯৬৮'র তুলনায় কমে দাঁড়িয়েছে ৯১৮তে। তিনি লিঙ্গ নির্ধারণ সংক্রান্ত নতুন ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ প্রসঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন যে, ভ্রূণ নির্ধারণের বর্তমান প্রবণতার বাড়বাড়ন্ত যদি এখনই ব্যহত করা না যায় তাহলে পরে তা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী মানেকা গান্ধী জানান যে, 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' অভিযান পরিচালনার জন্য গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের ১০০টি জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি জানান যে, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণীর লোকজনেরাই প্রধানত লিঙ্গ নির্ধারণের সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন। স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞদের ভ্রূণ লিঙ্গ নির্ধারণ সংক্রান্ত ঐ শ্রেণীর লোকজনের দাবি গ্রাহ্য না করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। বর্তমান পি.সি. অ্যান্ড পি. এন.ডি.টি. আইনটিতে একাধিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করে মেনকা গান্ধী আশা প্রকাশ করেন যে, এই সংশোধনের কাজে স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করবে।

# ভারত-চিন সীমান্তে জনবসতি গড়া হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিন-ভারত সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল লেঃ জেনারেল নির্ভয় শর্মা (অবসরপ্রাপ্ত) সম্প্রতি সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন এবং ভারত সরকারের পুনর্বাসন নীতি পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এন ও সি) বরাবর এলাকায় জনসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার পক্ষে গভীর উদ্বেগের বিষয়। গত সপ্তাহে রাজ্যপাল শর্মা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে এই বিষয়টি জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বর্ডার এরিয়া সিকিউরিটি ও ডেভলপমেন্ট অথরিটি গঠন করার জন্য সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে যত শীঘ্র সম্ভব বিষয়টি মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

তা না হলে চিনের ভীতি প্রদর্শন ঘটতে থাকবে, ক্রমশই আমাদের জমি চিনাদের দখলে চলে যেতে থাকবে যা উত্তর মায়ানমার সীমান্ত বরাবর ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। রাজ্যপাল শর্মা একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার যিনি দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও জম্মু-কাশ্মীরে কর্মরত ছিলেন। তাঁর প্রস্তাব, সীমান্তরেখা বরাবর গ্রামগুলিতে নিরাপত্তা রক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রায় ৫০ হাজার নাগরিকের বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। সীমান্ত এলাকার উন্নয়নের বিষয়টি একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর প্রস্তাব-প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর নিযুক্ত আধা-সামরিক বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর লোকেরাও গ্রামবাসীদের সঙ্গে একই পরিকাঠামো, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও সেনা চলাচলের উপযোগী ব্যবস্থার সুবিধা ভাগ করে নেবেন। সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেই এই প্রকল্পটি সামগ্রিক ভাবে রূপ দিতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। কেননা চিন বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে তাদের দিকে সীমান্ত বরাবর ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যেমন, সড়ক-রেল-বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে।

# দীপাবলি উৎসবের নিরাপত্তা রক্ষায় উত্তর চব্বিশ পরগণা পুলিশের উদ্যোগ

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

সাম্প্রতিক বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতের নিরাপত্তাকে রীতিমত প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এনআইএ এবং আইবি-র তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক ভয়াবহ চাঞ্চল্যকর তথ্য। শারদোৎসবের মধ্যে ঘটা এই বিস্ফোরণে নড়ে চড়ে বসেছে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। এই আবহের মধ্যে এসে গিয়েছে দীপাবলি উৎসব। আর এই দীপাবলি উৎসবে উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত দীর্ঘ আশির দশক থেকে স্থান করে নিয়েছে খবরের শিরোনামে। এরই পাশাপাশি মধ্যমগ্রামের কালীপুজোও কয়েকবছর ধরে দর্শনার্থীদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্ধমান বিস্ফোরণকান্ড রীতিমত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে গোটা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে। কারণ এই জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমানা কিলোমিটারের হিসাবে সবচেয়ে বেশি। এছাড়া স্বরূপনগর, বনগাঁ, বাগদা থানা এলাকার বহু জায়গায় নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। এবং সীমানাও প্রায় অরক্ষিত। ফলে বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে এইসব সীমান্ত দিয়ে ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশ একপ্রকার প্রশস্ত। এই বিষয়কে মাথায় রেখেই জেলা পুলিশ প্রশাসন ব্যাপক তৎপরতা গ্রহণ কাছে বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। এএসপি (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সীমান্ত দেখার দায়িত্ব মূলত বিএসএফের। তাই তাদের সঙ্গে অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে প্রতি মাসে বৈঠক করা হয়। দীপাপলির আগেও রুটিনমাফিক বৈঠক হচ্ছে। এসত্ত্বেও কড়া পুলিশি নজরদারি রয়েছে সর্বত্র।' তিনি আরও বলেন, বারাসত ও মধ্যমগ্রামে দুর্গাপুজোর চেয়ে কালীপুজোর গুরুত্ব বেশি।

এজন্য দুর্গাপুজোর আগে থেকেই বিগ বাজেটের কালীপুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। বুধবার পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী নিজে প্যান্ডেলগুলো ঘুরে দেখেন এবং নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। তিনি এও জানান, নিরাপত্তার প্রাধান্য রেখেই পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ এই জেলা নয়, গোটা রাজ্যসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত তেকে দর্শনার্থীরা আসেন এখানে কালীপুজো দেখতে। তারা যেন সুস্থভাবে তা দেখতে পারেন। বারাসতে এবং মধ্যমগ্রামে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ৭-৮টি করে মোড় আছে। প্রতিটি মোড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকছে। এই ক্যামেরা থাকছে বিভিন্ন বড় পুজোগুলোর জন্যে ফ্লেক্স বানিয়ে (৬ ফুট বাই ১০ ফুট আকারের) গাইড ম্যাপ থাকছে বিভিন্ন মোড়গুলিতে। তিনি আরও জানান, পুজোর কদিন বিশেষ সতর্কতাসহ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হবে। অস্থায়ীভাবে বাস টার্মিনাসগুলো কিছু কিছু স্থানান্তরিত করা হবে। ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রচুর অ্যাম্বুলেন্স ও অগ্নিনির্বাপক গাড়ির। জানালেন, দত্তপুকুর বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম মিলিয়ে প্রায় পাঁচশ'র কাছাকাছি কালীপুজো হলেও বিগবাজেটের পুজো প্রায় খান পঁচিশ। এর মধ্যে বারাসতে ১২টি ও মধ্যমগ্রামে ১৩টি। তিনি এও জানান, আনুষ্ঠানিকভাবে কালীপুজোর গাইড ম্যাপ বারাসত ও মধ্যমগ্রামের যৌথভাবে প্রকাশিত হবে ২১ অক্টোবর।

# রাত দশটার মধ্যে কালী প্রতিমা নিরঞ্জন করতে হবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০১৪-র ধর্মীয় অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী ২৩ অক্টোবর কালী পুজো, ছট হবে ২৭ অক্টোবর, ১লা নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পুজো আর মহরম পালিত হবে ৪ নভেম্বর।

অনুষ্ঠিত কালী পুজো গুলির মধ্যে সিংহ ভাগ পুজোর ক্ষেত্রে প্রশাসনে কোন ছাড়পত্র নেই এই তথ্য জানান উৎসব সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী।

কালী প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দিষ্ট তারিখ হল ২৪, ২৫ এবং ২৬ অক্টোবর। প্রতিদিন রাত দশটার মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে হবে। গোবিন্দ বাবু জানান নিরঞ্জন ঘাটের ৩০০ ফুটের মধ্যে প্রতিমা ছাড়া অন্য কোন বাজনা নিয়ে ঢোকা যাবে না। এছাড়া নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় ডি জে সাউন্ড এবং বাজি পোড়ান বা ফাটানো যাবে না।

২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার অমাবস্যা তিথি রাত ২.৫৬ মিঃ পর্যন্ত ওই দিন সূর্যাস্ত হবে ৫.২ মিঃ। জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জনের নির্দিষ্ট তারিখ ২ ও ৩ নভেম্বর। ৪ নভেম্বর মহরম ওই দিন কোনো প্রতিমা নিরঞ্জন হবে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা থানায় জগদ্ধাত্রী পুজো হয় ২০ খানা।

এইভাবে নিরঞ্জন প্রথা বেধে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রশাসন চাইছে উৎসবের সার্বিক আনন্দের রেশ ধরে রাখতে। যাতে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ উৎসবের সর্বজনীন প্রক্রিয়ায় গা ভাসাতে পারবেন এবং অন্যদেরও তাতে সামিল করবেন। দুর্গাপুজোর ভাসানের সময়েও বকরি ঈদ পড়েছিল। তাতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তাই জন্য ভাসান একদিন স্থগিত ছিল। পরের দিন রাত ৮টার পর সেই পর্ব সমাধা হয়। তাই সুষ্ঠভাবে কালীপুজোর ভাসানের আবেদন রাখা হয়েছে।

# ধুতি পরিহিত বিচারপতিকে ক্লাবে ঢুকতে বাধা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরও শুধু ধুতি পরার জন্য মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হলো না। এই ঘটনা ঘটেছে গত ১২ জুলাই। ওই ক্লাবে এই পোশাকের বিধি বা 'ড্রেস কোড' সেই ব্রিটিশ শাসকরা চালু করেছিলেন। কিন্তু সেই বৃটিশ-দাসত্বের মানসিকতা থেকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এখনও বেরিয়ে আসতে পারেননি।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি ডি হরিপ্রাণথামন (D. Hariparanthaman) একটি বইয়ের আবরণ উন্মোচনের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি টি এস অরুণাচল এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। ক্লাবে প্রবেশ করতে গেলে তাঁর স্টাফেরা বিচারপতি হরিপ্রাণথামন-কে ধুতি পড়ে ঢুকতে বাধা দেয়। স্টাফেরা জানায়, ক্লাব-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আছে যে পোশাকবিধি না মানলে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। পোশাক-বিধির প্রতিবাদ জানিয়ে বিচারপতি হরিপ্রাণথামন বলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার এত বছর পরও বৃটিশ শাসকদের তৈরি করা পোশাক-বিধি ক্লাব কর্তৃপক্ষ চালু রেখেছেন এবং আমাদের পরম্পরাগত পোশাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এটাই প্রথম ঘটনা নয়। ১৯৮০ সালে এখানকার জিমখানা ক্লাবে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ার-কে একই কারণে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তিনিও ক্লাবের 'গেস্টবুক'-এ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। একই কারণে মাদ্রাজ হাইকোর্টের আইনজীবী আর গান্ধি এবং জি আর স্বামীনাথনকেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার এত বছর পরেও ব্রিটিশের আদব কায়দার প্রতি অনুরক্ততা এখনও শেষ হয়ে যায়নি সমাজ থেকে। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ এই ঘটনা। যা রীতিমতো মানসিক ভাবে পীড়ন করে ভারতবাসীকে।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও
YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)
রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩
ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।
বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

# দুস্থদের বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিবু ঘোষ গরিব দুঃখীদের জন্য কিছু করার ভাবনাকে সামনে রেখে নেমে পড়লেন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের শাড়ী বিতরণ ও কিশোর, কিশোরী ও শিশুদের জন্য জামা কাপড় বিলি করাতে। পুজোর শুরুতে রাজপুর অটো স্ট্যান্ডের পাশে পার্টি অফিসের সামনে তিল ধরার জায়গা ছিল না। প্রায় ৬০০ দুঃস্থ গরিব মানুষকে ধুতি, শাড়ি, চুড়িদার ও শালোয়ার কামিজ, বাচ্ছাদের জন্য প্যান্ট শার্ট বিতরণ করা হয়।

রাজপুর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আসা ওই বৃদ্ধ বৃদ্ধরা বলেন এই নতুন কাপড় পরে আমরা এবার পুজোর ঠাকুর দেখতে যাবো। কাপড় দান করেন রাজপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিত্যানন্দ ঘোষ ও সম্পাদক দিলীপ বণিক ও প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্লব দাস। পুজোর সময় এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিবু ঘোষের প্রশংসা করেন।

## NOTICE INVITING TENDER

1. Sealed tenders are invited from bonafide experienced hotel owners/caterers having sufficient credentials and willing to supply breakfast, lunch, dinner, tiffin, mineral water bottles, coffee/tea/biscuits etc. by the Office of the District Magistrate, South 24 Parganas, Nezarath Department, New Administrative Building (1st Flr), Alipore, Kolkata-700 027 for supply of such items at Ganga Sagar Mela Camp Office during Ganga Sagar Mela-2015 to be held from 08.01.2015 to 16.01.2015 at Sagar island.

2. The tenderer should submit their tender along with two draft. One draft for Rs. 1000/- (Rupees one thousand) only, being cost of tender (non refundable) in favour of 'Ganga Sagar Mela Committee' payable at SBI Alipore Court Treasury branch and other draft for Rs. 10000.00 (Rupees ten thousand) only, being earnest money in favour of 'District Magistrate, South 24 Parganas' payable at SBI, Alipore Court Treasury Branch.

3. Rates must be quoted separately both in figures and in words on per plate/cup/bottle in Rupees each of the items (meal/tiffin etc.), details of which are given in enclosed schedule.

The meal/tiffin etc. in most of the cases will have to served within hogla shed dinning hall with the dish made of Sal leafs on tables etc on production of meal/tiffin coupons. Tiffin carrier arrangements for a small head may have to be arranged also for some VIPs on specific requisition from L.O.G.S.

4. They should furnish copy of PAN Card issued by the Income tax department, VAT registration, upon date Income Tax & Professional Tax clearance certificates & trade license along with the tender.

5. They should furnish a credential of similar nature of supply perfomed with Central Govt./any State Govt./any PSU/Corporate body within fast 5 years.

6. They should have financial solvency of stocking sufficient quantity of food items at Sagar island and managerial capacity to serve meals continuously till late hours at night.

7. Sealed tenders will have to be dropped in a tender box kept at the Office chamber of the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas who is also the Liaison Officer, Ganga Sagar Mela 2015 from 11:00 AM to 3:30 PM on all working days except Saturdays and Sundays and other N.I.Act holidays.

8. The last date and time of submission of the tender is 28.10.2014 up to 2:00 PM.

9. The date & time of opening the tender is 28.10.2014 at 3:00 PM at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas. The intending tenders or their authorized representatives may remain present at the time of opening of the tender.

10. Any tender not supported by any of the requisite document mentioned in clause No. 2-6 will be summarily rejected.

11. The undersigned reserves the right to accept or to reject any tender or to distributed the work amongst the tenders without assigning any reason, whatsoever.

District Magistrate
South 24 Parganas
১১৯১(২)/জেতসদ/দঃ ২৪ পরগণা/১৩.১০.১৪

# পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

**মা দুর্গা পাড়ি দিয়েছেন কৈলাসে। তাতে কী? বাঙালির জীবনে উৎসবের রং এখনও ফিকে হয়ে যায়নি। সামনে জোড়া পুজোর হাতছানি। কেমন কাটবে সেসব উৎসব। তা জানতে আমাদের প্রতিনিধিরা ঘুরে বেড়িয়েছেন পথে প্রান্তরে, পাড়ায় পাড়ায়।**

## এবারও চমকে দিতে তৈরি হচ্ছে বারাসত

অরিন্দম রায়চৌধুরী

বারাসতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুজো প্রায় ১২টি হলেও সাড়া জাগাতে চলেছে কে এন সি রেজিমেন্ট, নবপল্লী সার্বজনীন, পাইওনিয়ার অ্যাথলেটিক ক্লাব, শতদল সংঘ ও বিদ্রোহী। দর্শনার্থীদের জন্য কে এন সি রেজিমেন্টের এবারের উপহার, প্যারিসের অপেরা হাউস। ফাইবার ও প্লাইউড দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রায় ৮০ ফুট উচ্চতার বিশাল মণ্ডপ। থাকছে ফাইবারের বিভিন্ন স্ট্যাচু। এছাড়া তিনটে ঝাড় বাতি বসবে বলে জানালেন ক্লাব সম্পাদক সন্তু সিনহা। তিনি আরও জানান, মণ্ডপ শিল্পী বুবু সিংহ রায় ও প্রতিমা শিল্পী কৃষ্ণনগরের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী সুবল পাল। নবপল্লী সার্বজনীনের এবারের মণ্ডপ হচ্ছে, বেঙ্গালুরুতে যে কৃষ্ণলীলা পার্কের ভিতরে তিনটি মন্দির আছে তারই আদলে। প্রথমটির উচ্চতা সবচেয়ে বেশি, ১০৩ ফুট। এটি ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দির। ভেতরে কৃষ্ণকালী, দ্বিতীয়টি জগন্নাথ মন্দির ও তৃতীয়টি নরসিংহ মন্দির, বলে জানালেন পুজো কমিটির সহ সভাপতি অরুণ ভৌমিক। এই পুজো কমিটির সভাপতি হলেন, রাজ্যের মন্ত্রী সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার। ক্লাব সম্পাদক চম্পক দাস। চন্দননগরের আলোকসজ্জা ও কৃষ্ণনগরের প্রতিমা। এদিকে পাইওনিয়ার অ্যাথলেটিক ক্লাবের এবারের আকর্ষণ হিমাচল প্রদেশের কাংড়া ভ্যালির মন্দির। প্রায় এক মাস ধরে এই মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। পাইওনিয়ার পুকুরের গা ঘেঁষে তৈরি হওয়া পুজো মণ্ডপ দর্শনার্থীদের কাছে প্রতিবারই বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে জানালেন কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা ভানু গুণ। অন্যদিকে চাঁপাডালির বিধান মার্কেট টেম্পল হিসেবে পরিচিত বলে জানান ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আশিস বৈদ্য। তিনি বলেন, 'এবারের প্রতিমার মধ্যে একটা ভাবনার প্রকাশ থাকছে।' প্রায় এক মাস ধরে কাজ চলছে। ক্লাব সম্পাদক নয়ন দাস বলেন, প্রতিবারের মতো পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্যামল লাহা ও সুব্রত সাহা। পাশেই বিদ্রোহী ক্লাব। বিদ্রোহীর মণ্ডপ হচ্ছে পন্ডিচেরির বিখ্যাত চার্চের অনুকরণে। এই মণ্ডপের উদ্বোধনও ২২ অক্টোবর বলে জানালেন ক্লাব সম্পাদক শান্তনু বসাক। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক টুকাই মিশ্র ও পান্নালাল বসু। সভাপতি হরিশংকর ঘোষ।

## চেতলা মাতবে মায়ের নানা রূপের সৌরভে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** উদ্দেশ্য সেই অক্ষম নিধনে শক্তির প্রকাশ। নানা রূপে তাই শক্তির আরাধনা। চেতলায় এখন তারই প্রস্তুতি। মণ্ডপে মণ্ডপে একটু একটু করে প্রকাশিত হচ্ছে নানা রূপের ছটা।

বহু প্রাচীন শ্যামাপুজো ডাকের সাজে এবারও আয়োজন করতে চলেছে চেতলা হাটের কাছে হিন্দু সংঘ। পাশেই চেতলা মিলন সংঘে মা পূজিতা হবেন রক্তচামুন্ডা রূপে। এখান থেকে বেরোলেই বাঁ দিকে ইয়ং বয়েজের জহুরা কালী আর ডান দিকে চেতলা রোডের উপর ইয়ং স্টাফের রাজবল্লভী মাতার পুজো। পশ্চিম দিকে এগিয়ে চেতলা গুপ্তা ব্রাদার্সের উল্টোদিকের রাস্তা চেতলা হাট রোড দিয়ে এগোলে বাঁদিকে ৮৬ পল্লী ক্লাবে পূজিতা হন ছিন্নমস্তা। বিশাল এই পুজো আয়োজনের ডানদিকে চেতলা বাজারের ভিতর পঞ্চমুন্ডার পুজো করে প্রদীপ সংঘ। একটু এগোলেই মাকে চন্দ্রঘন্টা রূপো পুজো করে চেতলা সিএমডিএ কোয়ার্টার। আর একটু এগিয়ে শহিদ স্মৃতি সংঘের ডাকাত কালী পুজো। একটু এগোলেই পড়বেন আলিপুর রোডে। দক্ষিণ



দিকে হাঁটলে অনতিদূরে দুর্গাপুর ব্রিজ। তারই নিচে ডানদিকে আরাধনা সমিতির বহু প্রাচীন চামুন্ডা পুজো মন্ডপ। দেখে পুব দিকে ঘুরে চেতলা সেন্ট্রাল রোড বা মণি সান্যাল সরণী দিয়ে দেশের খাবারের মোড়ে এসে উত্তর দিকে ঘুরে চেতলা রোডে উঠলেই প্রথমে ডানদিকে একটু ঘুরে চেতলা প্রণব সংঘের কিরিটেশ্বরী রূপ। বেরিয়ে এসে আর একটু এগোলেই বাঁদিকে প্রভাত সংঘর আদি চামুন্ডা। কয়েক পা পরেই বাঁদিকে নেতাজি সংঘের বিশাল শ্যামাপুজো আয়োজন। এর পরে ডানদিকে চেতলা ফিজিক্যাল কালচারে হাজার হাত রূপের আবির্ভাব। একটু এগিয়ে বাঁদিকে জাতীয় সংঘে ষোড়শী রূপে মা পূজিতা। রাখালদাস আঢ্য রোডের উপর চেতলা ইয়ং স্টাফের আকালী ও চেতলা নাইন স্টারের স্বর্ণকালী বিখ্যাত।

দু-দিন কিলোমিটারের একটা পাকে নানা রূপের শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করার এমন সুযোগ চেতলা ছাড়া কোথাও পাবেন না। বহু মানুষ ভীড় করেন দেখতে। চেতলা ছেড়ে এরপর আপনি যেতেই পারেন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যেখানে পূজিতা হন শ্মশান কালীমাতা যার চরণই আমাদের শেষ আশ্রয়।

## হাওড়ার কালীপুজোয় বারাসতের ছোঁয়া

অমিত জানা

শরতের মেঘ এক পা দু পা করে এগিয়ে চলেছে। হালকা শীতের আমেজ এখন কিছুটা দূরে। তার মধ্যেই আবার জেগে ওঠার পালা বাঙালির। বাড়ির দালান কিংবা ছাদের ক্ষীণ মিনিচার আর বাতিগুলো প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আবার একটা উৎসবের হাতছানি। আসছে দীপাবলী উৎসব। মনের আয়নায় আলোর প্রতিচ্ছবি। গোটা দেশবাসী প্রতীক্ষায়। কেউ ভাবছেন বলিউডের মেগাস্টার শাহরুখের 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' দেখতে যাবেন, কেউ আবার বাড়ির উঠোনে কিংবা ছাদে হরেকরকম বাজির সঙ্গেই বন্ধুত্ব করবেন। গোটা দেশের মতো এই বঙ্গে হাওড়া জেলার কালীপুজো উদ্যোক্তারা এখন জেলাবাসীকে টেনে এনেছেন মণ্ডপে মণ্ডপে।

বর্তমানে বারাসাতের মতো জাঁকজমকপূর্ণ কালীপুজো হয় হাওড়া জেলাতেও। হাওড়া জেলার বড়ো পুজোর মধ্যে অন্যতম জগাছার ধাড়সা ইয়ূথ অ্যাসোসিয়েশন। এ বছর তাঁদের থিম 'ঢোলোক পুরের ছোটাভীম'। ক্লাব সম্পাদক অচিন কুমার পাল জানিয়েছেন থিমের মধ্যে থাকবে ছোটা ভীম ও তার সাত সঙ্গী। মডেলের মাধ্যমে দেখানো হবে বিষয়টি। থাকবে পাহাড় ও গুহা। থিম পরিকল্পনা ও রূপায়নে আছেন শিল্পী শ্যামল দত্ত। প্রতিমার মধ্যেও থাকবে আধুনিকতার ছোঁয়া। পূজো কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য ও প্রদ্যুৎ ঘোষাল জানিয়েছেন, পুজোর দিনগুলিতে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ধাড়সা আনন্দ নিকেতনের পুজোয় ফুটে উঠবে গ্রাম বাংলার টেরাকোটা শিল্প। থিম মেকার দেবাশিস জানা জানিয়েছেন, বাঁশ, বেত, মাটির ঘট, কুলো ও পাখা দিয়ে তৈরি হবে মণ্ডপ। বাঁকুড়া শরৎ পল্লী নবযুবক সংঘের পুজো এবার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে। পুজো কমিটির সভাপতি রতন দাস জানিয়েছেন, এ বছর তারা করছেন ঋষিকেশের 'লছমন ঝুলা'। শিল্পী তিরু নন্দী, পাহাড়ের বুকে ঝুলন্ত সেতুর মধ্য দিয়ে দর্শনার্থীরা প্রতিমা দর্শন করবেন। বাঁকড়া মুক্তি সংঘের পুজোয় ফুটে উঠবে মায়ানমারের 'সিলভার প্যাগোডা'। রূপালী রঙের ছটা ফুটে উঠবে এই মণ্ডপে। বাঁকড়া ঘোষপাড়া সবুজ সংঘের পুজোর থিম 'অলৌকিক'। ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে দশনার্থীরা প্রতিমা দর্শন করবেন।

ক্লাবের নবীন সদস্য বিশ্বজিৎ, অমিত এবং রবীন জানান, কবরস্থান, কফিনে মৃত দেহ, শেয়াল, কুকুর সব থাকবে এই থিমে। জগাছার সূর্যশ্রী সংঘ এবছর করছে 'চাঁদের পাহাড়', গল্পের নায়ক শংকর কিভাবে সিংহ ও বুনিপের সঙ্গে যুদ্ধ করে হীরের খনিতে পৌঁছাবেন তা দেখানো হবে। ধাড়সা স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর থিম 'ডাকাত কালী' পুজো কমিটির সম্পাদক পলাশ রায় জানিয়েছেন, জঙ্গলের মধ্যে ডাকাতরা পাহারা দিচ্ছে, সতীর দেবীর আরাধনা করছে তা দেখানো হবে। ধাড়সার ছাত্র সংঘের সক্রিয় সদস্য মান্তু এবং টুনু জানিয়েছেন পুকুরের ওপর আলোর রোশনাইতে তারা দেবীর আরাধনা করবেন। পুজোর সময় দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হবে।

# মা জগদ্ধাত্রীর টানে চলুন চন্দননগর

মলয় সুর

**চন্দননগর :** আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। জগদ্ধাত্রী পুজো ঘিরে অন্যান্য বারের মতো এবারও মেতে উঠেছে চন্দননগর। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীপুজোর জাঁকজমক সবারই জানা। একদিকে থিমের বৈচিত্র, অন্যদিকে মন্ডপ ও তাঁর নিজস্ব আলোকসজ্জার অভিনব আয়োজন। বড় বাজেট এবং ছোট বাজেটের পুজোর সংখ্যা প্রচুর। চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই আর ভাবনার বৈচিত্র্যের মধ্যে সেরা পুজোগুলি এরই পাশাপাশি থাকছে বনেদি বাড়ির ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রীপুজো তবে শুধু এই জেলা বা কলকাতা নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই মানুষ জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগরে আসে। প্রতিদিন লক্ষাধিক লোক বিভিন্ন মন্ডপে ঘুরে বেড়ান।

### তেলিনীপাড়া কালীতলা

ভদ্রেশ্বর বাবুরবাজার থেকে কিছুটা এগোলেই এই পুজামণ্ডপ। এবছর হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করছেন উদ্যোক্তারা। এবারে এখানকার মণ্ডপের থিম 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' মন্ডপের ভিতর দর্শনার্থীরা ঢুকলেই দেখতে পাবেন ইট, কলসি, বাঁশ, ত্রিশূল, লাল কাপড় মন্ডপের চারিদিকে ঝোলানো থাকছে। এরই সঙ্গে প্যান্ডেলের ভিতর কারুকার্য্য থাকছে। এই মন্ডপ সজ্জার রূপকার অনির্বান দাস, সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জন গাঙ্গুলী বলেন, এখানে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তিকে সূক্ষ্ম সুচারু শিল্পকলা রূপে দেখা যাবে। এরই সঙ্গে প্রতিমার সাজসজ্জায় অপূর্ব কারুকার্য্য থাকছে। যা আগত দর্শনার্থীদের চমকে দেবে। এখানকার প্রতিমা শিল্পী গোকুল পাল। কোষাধ্যক্ষ অতনু গাঙ্গুলী ও দ্বীপ মিত্র বলেন, এবারে শোভাযাত্রায় আলোকসজ্জায় বিভিন্ন ধরনের অসাধারণ বাজি সাধারণ দর্শকরা প্রত্যক্ষ করবেন। আলোর মাধ্যমে আতস বাজি থাকছে তুবড়ি, আসমান গোলা, রংমশাল, হাউইবাজি ও কয়েক ধরনের চরকি ছোট টুনির উপর থাকছে। এবারে বাজেট ধার্য্য হয়েছে ১৬ লক্ষ টাকা। চতুর্থীর দিন উদ্বোধন করবেন কোনও সেলিব্রেটি এমনটাই জানিয়েছেন পুজোর উদ্যোক্তারা। এই পুজো কমিটি সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে মেতে ছিলেন। পুজো কমিটির সভাপতি ভবানী গাঙ্গুলী বলেন এই পুজো নিজের হাতে দাঁড়িয়ে থেকে করি। প্রত্যেক বছর আমরা পুরস্কার পেয়েছি। যা সর্বকালীন রেকর্ড হয়ে রয়েছে।

### ভদ্রেশ্বর গৌরহাটী তেঁতুলতলা

ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলা ২২২ বছরের জগদ্ধাত্রী পুজো। এখানে মায়ের করুণা লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ পূর্ণার্থী ভক্তি রসে আপ্লুত হয়ে দূরদূরান্ত থেকে ভদ্রেশ্বর গৌরহাটী তেঁতুলতলার নাটমন্দিরে ছুটে আসেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পুজো মহানবমীর দিনই অনুষ্ঠিত হয়। তবে ভক্তবৃন্দের অনুরোধে বর্তমানে অষ্টমীর দিন পুজো হচ্ছে। অষ্টমীর রাত থেকেই লাইন পড়ে যায় মহানবমীর পুজো দেওয়ার জন্য। সারারাত পুজো ডালা হাতে পুরুষ ও মহিলা ভক্তরা ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। অন্যদিকে মানসিক হিসাবে ছাগবলি দেওয়ার প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। প্রতিবছর ৭০০ থেকে ৮০০ মতো ছাগবলি হয় নবমীর দিন। এছাড়া ফুলের মালা, ফুলমূল, বেনারসি শাড়ি, বাসনপত্র এমন কী সোনা, রূপার অলঙ্কার পর্যন্ত দিয়ে মায়ের কাছে হাজির হন। পুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার উপস্থিতিতে মেলা কার্যত জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মহামানবের মিলন মেলায় পণিত হয়। দশমীতে প্রতিমার শোভাযাত্রা শুরু হলেও একাদশীর দিন সকালে কয়লা ডিপু ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এখানে প্রতিমার বরণ করে পুরুষরা শাড়ি পরে। নবমীর দিন অগণিত দশনার্থী ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

### বাবুরবাজার সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি

এবছর মন্ডপটি থিম তৈরি করা হয়েছে 'প্রকৃতি বাঁচাও, ও গাছ আমাদের জীবন'। এই মন্ডপের মাধ্যমে পুজো কমিটি মানুষের কাছে যে বার্তা প্রদান করার চেষ্টা কাছে মানুষের জীবনে বৃক্ষর ভূমিকার কথা। পুজো কমিটির সম্পাদক সঞ্জু ব্যানার্জী বলেন, মানুষের আসল বন্ধু হল গাছ। মানুষ দিনের পর দিন যেভাবে অরণ্য ছেদন করছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দেবে। তাই পুজো কমিটি সকল মানুষের কাছে বৃক্ষের অবদান তুলে ধরেছেন।

মন্ডপের প্রবেশ দ্বারে বিরাট গাছের শিকড় রয়েছে। এছাড়া মন্ডপের চারধারে বৃক্ষের শিকড় দিয়ে মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমার পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ৪১তম বর্ষে এই পুজা কমিটি পা রাখল। মাঝে কয়েক বছর থিম নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেও এবারে কিন্তু যথেষ্টই আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন হচ্ছে বলেই দাবি করলেন পুজো কমিটি। নবমীর দিন ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে কমিটির কর্তারা জানান।

### প্রদীপ সংঘ

ভদ্রেশ্বর লাইব্রেরী রোডে এই পুজোমন্ডপ। ভদ্রেশ্বরে কয়েকটি বিশেষ বড় পুজোর মধ্যে নাম কা হল প্রদীপ সংঘ পুজোটি। এ বছর তাদের পুজো পা দিচ্ছে ৩৫তম বর্ষে। পুজোর মণ্ডপের কাল্পনিক বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের মন্দির। পুজো কমিটির সম্পাদক তপন চক্রবর্তী বলেন মন্ডপে ঢোকার মুখেই রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দোলায় দুলছে। এতে দর্শনার্থীদের মধ্যে আকর্ষণ বাড়ানো হবে। এরই পাশাপাশি মন্ডপে বিভিন্ন ধরনের নক্সা, কলকা দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে বাজেট ৬ লাখ টাকা। ষষ্ঠীর দিন উদ্বোধন করবেন ময়দানের প্রাক্তন ফুটবার চিমা ওকেরী বা সাংসদ মুনমুন সেন। পুজো উদ্যোক্তারা জোর কদমে চেষ্টা করছেন।

কমিটির যুগ্ম সহ সম্পাদক নীলু কুণ্ডু ও তাপস দাস বলেন এখানে কাল্পনিক রাজস্থানী মন্দির তৈরি করা হচ্ছে। খড়, গাছের গুড়ি, পাথর দিয়ে সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বিশালকায় পুজোর থিম অনুসারে 'আলোছায়া' মূলত আলোকসজ্জার তৈরি করা হচ্ছে মন্ডপের ভিতরে। মূল মন্ডপে প্রবেশদ্বারে ? ফুট লম্বা ও ৬ ফুট চওড়া ঝাড় লণ্ঠন থাকছে। এছাড়া আরও জানা গিয়েছে এই মন্ডপের চারধারে রাজস্থানী মডেল দেখতে পাওয়া যাবে। এই পুজো মন্ডপটি ডাক সাইটে পুজো। এই বারোয়ারিকে ঘিরে সাধারণ দর্শনার্থীদের কৌতুহল বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ এদের শোভাযাত্রা বের হয় না। এখানে প্রতিবছর দর্শনার্থীদের ঢল নামে। এখানে বাজেট ২৫ লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার সুরুচি সংঘের পুজোর কার্যত রাজ্যের হেভিওয়েট যুব কল্যান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের তেমনি এখানে চন্দননগর কর্পোরেশন কাউন্সিলার এম আই সি পীযূষ বিশ্বাসের নিয়োগী বাগানের পুজো। সাধারণ নাগরিক সূত্রে খবর, পুজোর ক'দিন সবসময়ই তিনি মন্ডপে মেতে থাকেন নিজের পুজো নিয়ে তাই এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ হয়। কথা হয়।



### মানকুণ্ডু সার্বজনীন

মানকুন্ডু স্টেশনের কাছেই এই পুজো কমিটি। এবারে এখানে মন্ডপের থিম চাঁদমামার দেশে।' ছোটদের মনের ভাব কল্পনা ফুটে উঠবে এই মন্ডপে জানালেন উদ্যোক্তারা। মন্ডপের মডেলের মাধ্যমে দেখান হবে পরী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, তালগাছ, বাবুই পাখির বাসা, রাস্তায় লাইটের গেটে থাকছে দক্ষিণেশ্বর মন্দি, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, মনীষীদের আলোর মাধ্যমে দেখানো হবে। এছাড়া আলোর কারিকুরীর মাধ্যমে রকেটে মহাকাশ অভিযান। এই পুজো কমিটির আলোকসজ্জায় লাল্টু পাল, সংগঠনের যুগ্মসম্পাদক অলকেশ দাস ও বিশ্বনাথ পাল বলেন, এই বছর ৪৮তম বর্ষে পদার্পন করল, এখানে পুজোর দিনগুলোতে পুজো ঘিরে মেলার আয়োজন হয়।



### মানকুন্ডু নতুন পাড়া

মানকুন্ডু স্টেশন রোডে পড়ে মানকুন্ডু নতুনপাড়া সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো। এবার এই পুজো ৪০তম বর্ষে পড়ল। এবছর মন্ডপের থিম 'তেকাটি দিয়ে বাঁধলাম ঘটকে, আর সুতো দিয়ে বাঁধলাম মা কে'। সংগঠন কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্যামাপদকে বলেন টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার আর্ট ডিরেক্টর তন্ময় চক্রবর্তী এই মন্ডপ তৈরির কারিগর। সারা মন্ডপে বিভিন্ন রংয়ের সুতো থাকছে। সম্পূর্ণ পরিবেশটিতে বরফের দেশে মা জগদ্ধাত্রী বিরাজ করবেন। এই পুজোয় নতুন উপলব্ধি বলে জানালেন শ্যামাপদ বাবু। আর পুজোর মন্ডপের মাঝখানে বিশাল পদ্মফুল তাঁর মধ্যে অনবরত বফের জল পড়তে থাকবে। ফলে তা নিজের চোখে না দেখলে চলে কেমন করে। এখানে কিন্তু শোভাযাত্রা বের হয় না। সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে কারণ পুজোর দিনগুলিতে প্যান্ডেলে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের পদধূলি পড়ে তা আমাদের কাছে আর্শীবাদ।

## এখনও চন্দননগর শীর্ষে

মলয় সূর

**চন্দননগর :** দুর্গারই আরেক নাম জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী মানে জগৎ যিনি ধারণ করে আছেন। স্বভাবতই বাঙালির হৃদয়ে এর স্থান অনেক গভীরে। জগদ্ধাত্রী পুজো~~র প্রথম প্র~~চলন কৃষ্ণনগরে হলেও জগদ্ধাত্রী অর্চনায় চন্দননগর সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। চন্দননগরে, কৃষ্ণনগর ছাড়াও হুগলির বিষড়াতে বেশ জাঁকজমকভাবে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। কিন্তু চন্দননগর জগদ্ধাত্রী আরাধনায় এখন সবার শীর্ষে। আজও তাই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী সারা বাংলার মানুষকে টানে। এই পুজোর শুরু নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে।

দেবী জগদ্ধাত্রী নিয়ে কোন পুরাণ নেই। লোকমুখে শোনা যায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান দাতারাম সুরই এই পুজোর প্রথম প্রচলন করেন। তবে নবাবি আমলে কর দিতে না পারার দরুণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে হাজতবাস করতে হয়। ছাড়া পেয়ে সামাজিক সম্মান ফিরে পেতে বড় করে কোনও উৎসব পালন করতেন। সেই থেকেই জগদ্ধাত্রীপুজোর সূত্রপাত। তবে আগেকার দিনে হাল আমলের মত আলো, মণ্ডপসজ্জার জাঁকজমক নিশ্চয়ই ছিল না। ছিল না শোভাযাত্রার বৈচিত্র্য, এখন দিনকাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন এনে দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা চলতে লাগলো।

আলোকশিল্পীরা প্রতিবছর নিত্যনতুন ভাবধারায় কাজকর্ম প্রদর্শন করছেন। চন্দননগরে বাজার এলাকায় শুরু হয় প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো। যেমন চালপট্টি, লিচু পট্টি কাপড়ের পট্টিতে শুরু হলেও পরে জনবহুল এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে যায় পুজো। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সভাপতি শিবরাম কিস্তু বলেন, নিঃসন্দেহে এই পুজোর আয়োজন বিরাট ব্যাপার এতগুলো বারোয়ারি নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে সুষ্ঠভাবে শান্তি বজায় রেখে পুজো করে চলেছে তা এককথায় প্রশংসনীয়।

# ওঁ এবং প্রসন্ন মনসো

**এই পৃথিবী একটা দুর্গ। জীবকূল এই দুর্গে বন্দী দুঃখ–কষ্ট–জ্বালা–যন্ত্রণা ভোগের জন্য। পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন মুনি–সাধু–সন্ন্যাসী–দার্শনিকরা। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালা–যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ভগবান স্বয়ং বাতলে দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। গীতা জীবনের যে কোনও সমস্যার মেড–ইজি। দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে প্রয়োগ করলে জীবনের যে কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কীভাবে? এই কলমে সেটাই জানাচ্ছেন *ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।***

**ডাঃ সুবোধ চৌধুরী**

জীব মাত্রেই সুখ, শান্তি ও আনন্দ চায়। আর এগুলি পাবার জন্য জড় কামনা বাসনা মনে বাসা বাধে। এবং দেবীর কাছে জড় বস্তুর কামনা করে।

রপং দেহি, জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। আমার রূপ দাও, জয় দাও আর শত্রু নাশ করো। মানুষভাবে এগুলি পেলে সুখী হবে।

সবাই চায় রুপং দেহি, ধনং দেহি কেউ বলে না দুঃখং দেহি। দুঃখ কেউ চায় না কিন্তু অনিবার্যভাবে দুঃখ এসে যাচ্ছে। সবাই দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ জীবন চায়, বিষণ্ণতা কেউ চায় না। কিন্তু এই চাওয়ার সাথে জীবনে যা পাওয়া যায়

তার অঙ্কের কোন মিল পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন? এর সঠিক উত্তরটা বা কি? কেউ বলে ওই লোকটা ভগবানকে এত ডাকে তবু দেখ ওর কত দুঃখ, কেউ বলে ভগবান, টগবান নেই, থাকলেও তাকে গালাগালি করে। দুঃখের কারণটা খুঁজে বার করার যথাযথ চেষ্টা করে না। মানুষের দুঃখের মূল কারণ হল জড় কামনা বাসনা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মাধ্যমে সুখ চাওয়া যদিও তা স্থায়ী নয়– বিষয় ভোগ কখনও স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। ভোগে দুর্ভোগ বাড়ে।

যদি আমাদের কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যত্ন সহকারে ভগবৎ সেবায় লাগাতে পারেন তবে আপনি প্রসন্ন মনসো হবেন।

ভগবৎ গীতায় ভগবান বলছেন–

কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেনু কদাচন বা
যুক্ত কর্মফলং ত্যক্তা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্টিকিম্,
অযুক্ত কামকারেন ফলে সক্তো নিবধ্যতে।

কর্ম করে কর্ম ফলের আশা না করলে শান্তি পাবেন। ফলের আশা করলে অশান্তি হবে। প্রকৃত শান্তি, সুখ ও আনন্দ পেতে গেলে আপনাকে কর্মের কৌশল জানতে হবে। কর্মের কৌশল না জেনে কর্ম করবেন–দুঃখ অনিবার্য। আপনাদের চোখের সামনে কত ব্যক্তি দেখুন কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে এখন জেল খাটছে কর্মের কৌশল না জেনে কর্ম করেছে–দুঃখের কারাগারে বন্দি।

ছোট একটা গল্প বলি–

এক ব্যক্তি খুব কষ্ট করে তার সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। সন্তানের শিক্ষার জন্য বহুবার অসৎ উপার্জনে টাকাও অর্জন করেছে। সন্তান বড় হয়েছে, চাকরি পেয়েছে। পিতা মাতার কি আনন্দ। সন্তানের বিয়ে দিল আরও আনন্দ। আনন্দের এখানেই শেষ– বৌমা বাবা মায়ের ভাঙা বাড়িতে থাকবে না। অশান্তি শুরু– বাধ্য হয়ে ছেলে ছেলের বৌ অন্য জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করলো একদিন অফিস থেকে হঠাৎ বাড়ি ফিরে দেখলো ছেলেটির বৌ অন্য একটি ছেলের সাথে আলাপনে রত। সেই অশান্তি শুরু ও একদিন ছেলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। এটা আমার জীবনে দেখা বাস্তব ঘটনা।

বাবা মার কি অবস্থা আপনারা ভাবুন এগুলির মূল কারণ? কর্মের কৌশল না জানা

গীতায় বলা হয়েছে

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্দ্যপ্পিশ্চিতঃ
বেদবাদরতা পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ
কামাতমনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম।
ক্রিয়া বিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিংপ্রতি।

বিবেকবর্জিত লোকেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে কামনা ও ইন্দ্রিয় ভোগে ও বিষয় ভোগ ছাড়া আর কিছু নেই। এইরূপ মনোহর বাক্য বলে। আর এই ভোগ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ নানান প্রকার ক্রিয়া কর্মের আয়োজন করে। ঈহন্তে কোমতোগার্থমন্যায়েন অর্থসঞ্চায়ন। কামচরিতার্থ করার জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে।

ভোগৈশ্চর্যের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। বিষয় ভোগেরা তীব্র কামনা থেকে মানুষের কি বিপদ হতে পারে ভগবান গীতায় ১/৬২–৬৩) শ্লোকে অর্জুনকে সাবধান করেছেন এই বলে–

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে
সঙ্গাৎ সঞ্চায়তে কাম কামাৎ ক্রোধহভিজায়তে
ক্রোধৎ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রাংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রাণশ্যতি।।

প্রতিনিয়ত বিষয় ভোগ নিয়ে চিন্তা করলে সেগুলির প্রতি মানুষের তীব্র আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে জন্ম নেয় সম্মোহ বা মূঢ়তা। মূঢ়তা থেকে স্মৃতিভ্রংশ স্মৃতিভ্রষ্ট হলে বুদ্ধিনাশ–বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ বা ধ্বংস সমাজের সর্বস্তরে এই সত্য প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে ঘটে চলেছে।

বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি। এই হল দুঃখের মূল কারণ তাহলে শান্তি, সুখ, আনন্দ–নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায়। কিভাবে পাব? ভগবান আমাদের তার উপদেশবাণী দিয়ে গেছেন,

বিহায় কামান যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতিনিস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কার স শান্তিঅধিগচ্ছতি।

যে ব্যক্তি জড় কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ নিরহঙ্কার ও মমত্ববোধ রহিত হয়ে বিচরণ করেন তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

এবং প্রসন্ন মনসো। সেটা কিভাবে সম্ভব– কিভাবে তা যাবে– ভগবান তারও পথ নির্দেশ দিয়েছেন।

যখন কেউ আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারবেন তখনই প্রসন্ন মনসো বা প্রসন্ন আত্মা হবেন। আত্মানন্দ অনুভব করবেন। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি? এ জন্মায় না, মরে না, বারে বারে সৃষ্টি হয় না বিনাশ হয় না একে কেউ মারতে পারে না বা এ কাউকে মারে না। কেবলমাত্র দেহ যখন জরাজীর্ণ হয় তখন জীর্ণ দেহ ছেড়ে দিয়ে কর্ম অনুসারে একটি নতুন দেহ গ্রহণ করে এবং এই আত্মা পরমাত্মা বা ভগবানের সুক্ষাতিসুক্ষ্ম অংশমাত্র। তাই আমরা অমৃতস্য পুত্র। পুত্রের পরম ও পবিত্র কর্তব্য পিতার সেবা করা। তাই জীবের স্বরূপ সে কারও কারও নিত্য দাস।

আত্মার পবিত্র কর্তব্য হল পরমাত্মা বা ভগবানের সেবা করা। আত্মার স্বরূপ সে নিত্য ভগবাসের দাস–ভগবৎ সেবার মাধ্যমে আপনাকে আনন্দ আহরণ করতে হবে। সেবা কিভাবে করবেন–এই সেবা মানুষের সেবার মত নয়। মানুষের সেবা মানেই তো তোষণ আর উপঢৌকন, না না ভগবৎ সেবা তেমন নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ নয়ভাবে ভগবৎ সেবার কথা উল্লেখ করেছেন–

শ্রবনং কির্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য আত্মনিবেদনম্।

এর যে কোন একটিকে অবলম্বন করে ভগবান সেবার চেষ্টা করা উচিত। অতি সহজ কাজ তাহলে আপনি প্রসন্ন মনসো হবেন।

আত্মার সম্বন্ধে না জানা হল সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। আর অজ্ঞতাই হল মনের সবচেয়ে বড় দুঃখ ও বিষণ্ণতা আনে। তাই তো বৈদিক ঋষিরা বলতেন–

ওঁ অসতো মা সদগময়ঃ
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়

অবিরাবীর্ম এটি– আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে অসত্য থেকে সত্যের পথে মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকের পথে এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হউক।

আপনি যদি মায়ার বন্ধনে কামনা বাসনা ভোগের লিপ্সায় মত্ত থাকেন তবে দুঃখ আপনার অনিবার্য। কামনা বাসনা রূপ মায়ার অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানের প্রদীপে আত্মার স্বরূপ যেই বুঝতে পারবেন তখন সদা আনন্দময় হবেন– আপনি আর বিষণ্ণ থাকতে পারেন না আপনি অসুখী হবেন না, আপনি অসুখী মানেই মায়া আপনাকে আক্রমণ করেছে। মায়ার কবলে পড়েছেন। তাইতো গীতায় ১৮/৪৫ শ্লোকে ভগবান বলছেন–

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমং সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তি লভতে পরাম্।

আত্মজ্ঞানী ''প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি যিনি কোন কিছু আকাঙ্খা করেন না। কোন কিছুর জন্য শোক করেন না, তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হবেন, হয়ে আমাকে লাভ করবেন–তখনই আপনি হবেন–প্রসন্নাত্মা। প্রসন্ন মনসো, প্রসন্ন চিত্ত।

# গোলাম রসুল

## সুন্দরবনের ডায়েরি

**শঙ্কর প্রামাণিক**

**হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে জন্ম নিয়ে গঙ্গা নিজেকে সাগরের বুকে বিলিয়ে দিয়েছে। সাগরে মিশে যাওয়ার মুহূর্তে যে তৈরি করেছে অসংখ্য দ্বীপ–উপদ্বীপ–বদ্বীপ। সৃষ্টি হয়েছে নদী–নালা–খাঁড়ি। এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাদাবনের জঙ্গল যার পোষাকি নাম সুন্দরবন। রহস্যে সেরা এই সুন্দরবনে যেমন রয়েছে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য। তেমনই এখানকার মানুষের জীবন জীবিকা অদ্ভূত প্রাকৃতিক মাদকতার নেশা জাগায়। জল জঙ্গল বাঘ বনবিবি দক্ষিণরায়....। পরতে পরতে সঞ্চয় করা এমন অভিজ্ঞতাই আপনাদের সামনে পরিবেশন করছেন *শংকরকুমার প্রামাণিক।***

গোলাম রসুলগাজী। বয়স ৩৫ বছর। বাড়ি আনন্দপুর গ্রামে। সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। গোসাবা থানায়। গোলাম রসুল একজন কাঁকড়াশিকারী। ১৫–১৬ বছর বয়স থেকে সুন্দরবনের গভীরে গিয়ে দোনে কাঁকড়া ধরছেন। এটাই গোলামের একমাত্র পেশা। অন্য কোন রোজগার নেই। এক ফোঁটা চাষের জমি নেই। নিজের বাস্তুর ওপর মাটির একটা শক্তপোক্ত ঘর ছিল। আইলায় সেটা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। এখন সেই বাস্তুতে একটা ছোট কুঁড়ে বেধে তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে কোনরকমে দিন কাটাচ্ছেন। কুড়ের এক চিলতে দাওয়ায় বসে গোলামের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি জানতে চাইলাম গোলামের বাবা কী করতেন।

–আমার বাবাও জঙ্গলে যেতো। কাঁকড়া ধরতে। আমার যখন সাত বছর বয়স, তখন আমার বাবা চাঁদখালির জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা যায়।

–তারপর ও ছোটবেলা থেকে আপনি জঙ্গলে যাচ্ছেন?

–উপায় ছিল না। অন্য কোনভাবে মা ভাইবোনদের বাঁচাতে পারতাম না।

–খুব কম মুসলমান কাঁকড়া ধরাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন।

–এখন অনেক মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে একই নৌকোয় কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছে। আমরা তিনজন যাই। আমি একা মুসলমান। আর দু'জন আমার বয়সী স্থানীয় হিন্দু। অনাথ কয়াল এবং অরুণ মণ্ডল। দু'জনেই পৌণ্ড্র। অনাথ নৌকোর মালিক।

–ধর্মীয় কারণে মুসলমানরা কাঁকড়া খান না শুনেছি। আপনি কি নৌকোতে কাঁকড়া রান্না হলে খান?

–আমাদের নৌকোতে কাকড়াই রান্না হয় না। অনাথ এবং অরুণ কাঁকড়া রান্না করে অনায়াসে খেতে পারে। তারা কাঁকড়া খায়ও। কিন্তু আমি খাবনা বলে, তারাও খেতে চায় না। তাই রান্নাও হয় না।

–নৌকোতে মাছ রান্না হয়?

–হ্যাঁ। আমরা কাঁটা দোনে, খ্যাপলা জালে মাছ ধরি। দোনে কাঁকড়ার চারা (টোপ) বাঁধার জন্য মাছ ধরতেই হয়। আমরা নৌকোতে প্রায় দিন মাছ খাই।

আমাদের কথপোকথনের মধ্যে গোলামের স্ত্রী এলেন। বললেন, ও যখন কাঁকড়া ধরতে যায়, আমি বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সবসময় আতঙ্কে থাকি। ছেলেদের যদি একটু লেখাপড়া শেখাতে পারি, তাহলে তাদের আর বাঘের মুখে পড়তে হবে না। প্রয়োজনে ভিনরাজ্যে মজুর খাটবে। গোলাম জানালেন, আইলায় ঘর ভাঙার ক্ষতিপূরণ দশ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছিলেন। কিন্তু দশ হাজার টাকায় তো নতুন ঘর বাঁধা যাবে না। টাকা থাকলে খরচ হয়ে যাবে। তাই স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঘরে সৌর আলোর ব্যবস্থা করেছেন। তাতে আট হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সৌর আলোতে ছেলে মেয়েরা রাতে পড়াশোনা করতে পারবে। কেরোসিনের আকাল। সব সময় ঠিক মতো পাওয়া যায় না। দামও খুব বেশি। ঘরের মধ্যে একটা কাঠের নড়বড়ে টেবিলের ওপর পুরনো টিভি নজরে পড়েছিল। বুঝলাম সৌরশক্তিতে এটাও চলে। পরে ঘরের দুর্বল চালে সোলার প্যানেল লাগানো আছে লক্ষ করেছিলাম। আমি দেখতে পেলাম গোলাম রসুলের দাওয়ার এক কোণে পলিথিনের ঠোঙার মধ্যে মাটি সমেত একটা স্বাস্থ্যবান তুলসী চারা। আমি গোলামের স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলাম এটা কী হবে?

–উঠোনে লাগাবো। অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। একটা বড়ো তুলসীগাছ উঠোনে ছিল। আইলার নোনা জলে গাছটা মরে গেছে। তুলসীপাতা বড় উপকারী। সর্দিকাশির হাত থেকে বাঁচতে আমরা নিয়মিত তুলসী পাতা খেতাম। আশেপাশের হিন্দু বাড়ি থেকে অনেকেই আসতো তুলসী পাতা নিতে।

–শুনে খুব ভালো লাগলো। এবার উঠি।

–না না দাদা, উঠবেন না। আলু–সোয়াবিনের তরকারি আর ভাত আমার হয়ে আছে। দুটো খেয়ে যান।

আমি সম্মত হলাম। গরম গরম ভাত তরকারি তৃপ্তি সহকারে খেলাম। তারপর স্থানীয় অন্য কাঁকড়ামারাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

কাঁকড়ামারাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

# শারদ উৎসবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে সাংবাদিকরা

**তুলিকা বসু :** সারা বছর ধরে জেলার নানা প্রান্ত থেকে খবর সংগ্রহ করে পাঠক দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ওদের কাজ। সেই কাজ করতে গিয়ে প্রান্তিক মানুষের দুঃখ দুর্দশার ছবি বারে বারে ধরা পড়েছে ওদের চোখে। তাই উৎসবের মরসুমে এই সময়ের আপন হতে বাহির হয়ের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াল ডায়মন্ডহারবার জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

শনিবার ডায়মণ্ডহারবার স্টেট বাস স্ট্যান্ডে একটি অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে শতাধিক মহিলাকে নতুন শাড়ি ও এলাকার পতিতাপল্লীর দশ জন ছেলেমেয়ের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও রূপান্তর সেনগুপ্ত, আই সি বিশ্বজিৎ পাত্র, আইনজীবী সুদীপ চক্রবর্তী, কল্লোলকুমার দাস, ডায়মন্ডহারবার পুরসভার কাউন্সিলর রুচিরা চক্রবর্তী, উমানাথ মান্না, দেবকী হালদার, সংগঠনের সভাপতি মনোজ দে সরকার, সম্পাদক গৌতম মণ্ডল, নকিবউদ্দিন গাজি, শুভেন্দু হালদার, সুকুমার দেবনাথ, মেহেবুব গাজি, স্বপন দাস, অহীন ঘোষ, সুব্রত মণ্ডল, মনিরুল ইসলাম, দীপালী ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ, শুভজিৎ দাস–সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এদিনের অনুষ্ঠানে নতুন শাড়ি ও মিষ্টি উপহার পাওয়ার পর অনেকেই আবেগে কেঁদে ফেলেন। নতুন জামাকাপড় পাওয়ার পর আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দেয় টিনা, বাদশারা। এসডিপিও রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জেলায় ঘুরতে হয়। কিন্তু সাংবাদিকদের সংগঠনের উদ্যোগে এ ধরণের প্রয়াস অভিনব। সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই প্রয়াস আরও নিবিড় হবে সাংবাদিক পাঠক দর্শকের সম্পর্ক। আই সি বিশ্বজিৎ পাত্র বলেন, সকলকে উৎসবের আনন্দ দিতে এই প্রয়াস দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পাশাপাশি এদিন সমাজে স্রোতে ভিড়ে মিশে না গিয়ে ব্যতিক্রমী কাজের জন্য শিক্ষক চন্দন রায়, ভ্যানচালক গৌতম বোস, কবি শক্তি পুকাইত ও অভাবি অ্যাথেলেটিক হাসিবা খাতুনকে সমাজ কৃতী সম্মাননা–২০১৪ দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষে নকিবউদ্দিন গাজি বলেন, উৎসবের মরসুম চলেছে। সম্প্রীতির বাংলায় সব ধর্মের মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হল। সাধারণ মানুষের কাছে সাংবাদিক হিসেবে দায়বদ্ধতা থেকে এই প্রয়াস।

এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মালা দেব, তৃষ্ণা মণ্ডল, রাবেয়া খাতুন, মহুয়া চক্রবর্তী, ঝর্ণা মান্না। নৃত্য পরিবেশন করেন বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন কিশোর জয়দীপ ঘোষ। ক্ষ্যাপা গোষ্ঠীর বাউল গান দিয়ে শেষ হয় এদিনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।

# সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন–গৌরী বসু–স্বপনকুমার দাস স্মরণ সভা

বাংলার শিক্ষা জগৎ ও লিটল ম্যাগাজিন জগতের বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে জীবনানন্দ সভাগৃহে উপরোক্ত স্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র, নিত্যানন্দ দাস, ডাঃ সুব্রত মাইতি। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে সঞ্চালনা করেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। তিন প্রয়াতের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু। এরপরই ছিল প্রতিবারের মতন এবারেও জাদুকর সোনালি কর্মকারের সুনির্বাচিত, সুচারু জাদু প্রদর্শনী।

এরপর আরও একই মাত্রার সুচারু জাদু দেখান তরুণ জাদুকর প্রিয়ম গুহ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সোমনাথ মাইতি। প্রতীক চক্রবর্তী পরিবেশন করলেন সূচনা সঙ্গীত। ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী পরিবেশন করলেন স্তোত্র সঙ্গীত। সুনির্বাচিত রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করলেন অদিতি রায়। তিনজন প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করলেন নিত্যানন্দ দাস, শর্মিষ্ঠা মাজি, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায় সমরজিত চক্রবর্তী, ঋষিণ মিত্র, স্বর্ণেন্দু শেখর দাস।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মৃতি পদক ও মানপত্র। ২০১৪ প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হল চিকিৎসক ও সাহিত্যিক ডাঃ সুব্রত মাইতি, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, কচিকলমের সম্পাদক সুখময় দাস, সাগ্নিক সাহিত্য পত্রিকার সভাপতি বাবলু ভট্টাচার্য্যকে।

এবছরই শুরু হল ''স্বপনকুমার দাস'' স্মৃতি পদক। মহিষাদল থেকে 'প্রকাশিত শিল্প মনন সংবাদ–সাহিত্য পত্রিকার তরফেই এই পদক ও মানপত্র তুলে দেওয়া হল সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি সম্পাদক (শব্দের ঝংকার) সুনীল মুখোপাধ্যায়ের হাতে। এছাড়াও ''সফল পুরুষের পিছনে অনুপ্রেরণা দাত্রী নারী হিসাবে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী বনানী ব্যানার্জী। সুনীল মুখোপাধ্যায়ের ভগিনী লক্ষ্মী মুখার্জি ও সুখময় দাসের সহধর্মিনীকে (নাম না জানা থাকায় উল্লেখ করা গেলোনা – দুঃখিত)। বিশেষ স্মারক উপহার ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হল। শিল্প মনন গোষ্ঠীর তরফে। বাংলা সাহিত্য–সংস্কৃতি জগতে এ এক 'অভিনব প্রথম প্রয়াস'। পত্রিকার সম্পাদক স্বর্ণেন্দু শেখর দাস ও কার্য্যনির্বাহি কমিটির সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন।

অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ নির্দেশক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন জানালেন গতবছর ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এ্যাটলান্টা বেঙ্গলি ক্লাব প্রাঙ্গনে। যেখানে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন ডঃ অমরেন্দ্র না বর্ধন। এদিন শেষ পর্বে কবিতা, গল্প পাঠ চলে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

## রজনীকান্ত জন্মজয়ন্তী

**পুলক কুমার বড় পন্ডা :** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রজনীকান্ত জ্ঞান মন্দির ও সংগ্রহশালায় গত ২৫ সেপ্টেম্বর একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়েছিল। আলোচনাচক্রে বিষয় ছিল 'মাধ্যমিক শিক্ষার অঙ্গনে প্রত্নতত্ত্বচর্চা এবং সংগ্রহশালার ভূমিকা। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতার গুরুসদয় সংগ্রহশালার কিউরেটর ডঃ বিজন কুমার মন্ডল এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর ডঃ দীপক কুমার বড় পন্ডা। স্থানীয় পাঁচান বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা এতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া, গত ১ অক্টোবর এই সংগ্রহশালা যাঁর পাশে সেই প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রয়াত রজনীকান্ত মাইতি–র ১০৫তম জন্ম দিবস পালিত হল। সঙ্গে পালিত হল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সার্ধ শতবর্ষ জন্মদিবস।। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হরিশঙ্কর পানিগ্রাহী। প্রধান অতিথি ছিলেন অশোক দাস। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ে আলোচনা করে গোপাল বানেশ্বর বিদ্যামন্দির –এর ছাত্রী শতুরতা কর।

## মাঙ্গলিকী

# পশ্চিম পুটিয়ারির মাসিক সাহিত্য সভা

সম্প্রতি একটি সভায় ৩৩ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন সভার আহ্বায়ক সুকুমার মন্ডল, সভাপতিত্ব করেন সংগঠনেরই সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন।

এদিন আসরে প্রথম আসেন কবি লীলা শীল, শোনালেন স্বরচিত কবিতা – কবিকে এই সভায় স্বাগতম। বিশিষ্ট কবি নিতাই মৃধা শোনালেন অনবদ্য কবিতা, 'নীরবতা'। ব্যাঙ্গাত্মক অথচ মননশীল কবিতা শুনিয়েছেন সুনীল গুহ, 'অদৃষ্ট সন্ধানে'।

একই মাত্রায় রোমান্টিক, স্মৃতিমেদুর এবং আগামী দিনের স্বপ্ন সমৃদ্ধ (প্রকৃতিও আছে) অনবদ্য কবিতা শুনিয়েছেন মধুসূদন কর, 'নারী হব' (শারদীয় আলিপুর বার্তা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীকরের বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক গল্পটি খুবই প্রশংসিত হয়েছে)। হৃদয়স্পর্শী কবিতা শুনিয়েছেন অনিমা বিশ্বাস, 'প্রতিশ্রুতি'। মজার কবিতা শুনিয়েছেন গণেশ সরকার, 'দোদুল্যমান'।

স্বরচিত, স্বসুরাপিত গানে গানে আসর মাতিয়েছেন নবকুমার। অরুণ ভট্টাচার্য্য শুনিয়েছেন দুর্দান্ত তির্যক কবিতা। প্রবীর নন্দীর কবিতা 'প্রেমের কথা' সুন্দর স্মৃতিচারণ ধর্মী রচনা। যেন 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ'র কথা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনলো। ভাল গল্প শুনিয়েছেন বুদ্ধদেব নাথ মজুমদার। যুবা কবি সঙ্গীত শিল্পী মহান ভট্টাচার্য শুনিয়েছেন মান্না দেকে নিয়ে কবিতা যা মরমী ভাবনারই চিত্র। তবে মান্না দেকে একবার তিনি মান্না দেরই যে গানটি শুনিয়েছিলেন। সেটি এদিন আসরে এত চড়া সুরে গাইলেন কেন? গৌর দাসের গল্প প্রতিবাদ এতই রাজনীতি সম্পৃক্ত যে তা 'রাজনৈতিক পাঠ' হয়ে গেলো, গল্প জমল না। শান্তনু মিত্র শোনালেন অসাধারণ মননশীল, রস সমৃদ্ধ কবিতা। দেবপ্রিয় দে শোনালেন উপভোগ্য রম্যরচনা। রম্যরচনা থেকে সরে এসে মর্মস্পর্শী ডায়েরী ধর্মী এদিন গল্প শুনিয়েছেন সুকুমার মণ্ডল, 'পুতুল খেলা'। কামিনী রায়ের সার্ধশত বর্ষ জন্ম–জয়ন্তীকে স্মরণ করে বিনয় দত্ত পাঠ করলেন ১টি নিবন্ধ। শ্রীদত্তকে যথাযথ সম্মান জানিয়েই বলব, নিবন্ধটি যতটা আবেগবান ততটা তথ্যপূর্ণ নয়। এই প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে গিয়ে সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন ইংরেজি সাহিত্যের কিছু বিষয় উপস্থাপন করেন। উদ্ধৃত করেন টমাস হাডিং–এর বিশেষ উক্তি, 'কোনও পুরুষ কখনও কোনও নারী চরিত্রকে পুরো ফুটিয়ে তুলতে পারেন না কোনও লেখায় এবং একই কথা সত্য কোনও নারীর পক্ষেও যিনি কখনও পুরো ফুটিয়ে তুলতে পারেন না কোনও পুরুষ চরিত্রকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে স্মরণ করেন ইতিহাসবিদ অক্ষয় কুমার মিত্রকে, এদিন ছিল তার জন্মদিন। বলেন ব্যতিক্রমী ইতিহাসবিদ হিসাবে শ্রীমিত্র ইতিহাস–কাহিনিতে বিশেষ সময়ের দেশের সাধারণ মানুষের কথাই তুলে ধরেছেন।

মিনু প্রধানের রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে এদিন আসর শুরু হয়, সমাপ্তি ঘটল নবকুমারের গান দিয়ে। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত্রি ৯টা ছুই ছুই...।

আসলে সাহিত্য রোমন্থনের এই প্রয়াস বরাবরই হৃদয়কে স্পর্শ করে। নিয়মিত আলিপুর বার্তা'র মাধ্যমে এই মহতী উদ্যোগ সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়। সাহিত্যের আসর কখনই তার জৌলুস হারায় না। বরং বিশ্বায়নের বিবর্তিত দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে মানানসই করে তুলে মেলে ধরে। পুরোনোদের সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের মেলবন্ধন নতুন ভাবে সমৃদ্ধ করে সাহিত্য ভান্ডারকে।

# জমকালো অনুষ্ঠানে জাগল দেড়শোর ইডেন

**রাজীব হালদার**

ইডেন গার্ডেনস ক্রিকেটের নন্দনকানন। বিশ্বের তাবড় ক্রিকেটাররা এই ময়দানের বাইশ গজে নামতে না পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে না। নতুন ক্রিকেটাররা যে গ্রাউন্ডে খেলার জন্য মুখিয়ে থাকেন। সেই ইডেন গার্ডেন্স তৈরি হয়েছিল আজ থেকে ১৫০ বছর আগে। ১৮৬৪ সালে ইমলি ইডেন ও ফেমি ইডেনের নামানুসারে ক্রিকেটের বৃহত্তম স্টেডিয়ামের নাম রাখা হয় ইডেন গার্ডেনস। কিন্তু এই স্টেডিয়াম তৈরির আগেও বাঙালির অন্দরমহলে ঢুকে গিয়েছিল ক্রিকেট। ব্রিটিশদের হাতে ক্রিকেট জ্বরে কাঁপতে থাকে বাঙালি। তখন অবশ্য কলকাতা ক্রিকেট ক্লাবের গ্রাউন্ড বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের গ্রাউন্ডে চলত ক্রিকেট। ময়দানে ক্রিকেট খেলার মত গ্রাউন্ড তখনও গড়ে ওঠে নি। অবশেষে সে দুঃখ ঘোঁচে ইডেনের আবির্ভাবে।

দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে ১৫০টি বছর। ইতিমধ্যে বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা ময়দান হয়ে উঠেছে ইডেন গার্ডেন্স। ১৫০ বছরে ইডেনের ঝুলিতে উঠে এসেছে অনেক রেকর্ড। রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকর, কপিলদেব, অনিল কুম্বলে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়রা এই ময়দানে গড়েছেন একাধিক রেকর্ড। বিশ্ব ক্রিকেটের সব কটি দলই খেলেছে এই ক্রিকেটের নন্দনকাননে।

২০১৪ সালে ১৫০ বছর পূর্ণ করল ইডেন গার্ডেনস। সেই উপলক্ষে সিএবি আসন্ন ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ শুরুর আগেই জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান শুরু করে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার শুভ সূচনা হয় প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজু মুখোপাধ্যায়ের ইডেন নিয়ে লেখা বইয়ের উদ্বোধন দিয়ে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবির যুগ্ম সম্পাদক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী, প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজু মুখোপাধ্যায়, সেলিম দুরানি, চাঁদু বোরদে, চুনী গোস্বামী, গোপাল বসু, ক্রিকেটার বীরপ্রতাপ সিং, শুভময় দাস সহ আরও অনেকে। এদিন বই উদ্বোধন ছাড়াও ইডেন নিয়ে সঙ্গীতাদের তৈরি ডকুমেন্টারির উদ্বোধন করেন। এছাড়াও সেলিম দুরানি ও চাদু বোরদেকে সংবর্ধনা দেয় সিএবি। অতিথির আসনে জগমোহন ডালমিয়ার উপস্থিতি সিএবিকে আরও উজ্জীবিত করে। সঞ্চালনা করেন কোষাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ দে। বিশেষ বাজি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করে সিএবি।

১৫০ বছরকে ধরে রাখতে সারাবছর সিএবি জুড়ে চলবে নানারকম অনুষ্ঠান বলে জানান সিএবির যুগ্ম সম্পাদক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, ''এ বছর নানা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ–ইন্ডিয়া ম্যাচে দেখা যাবে নানা আকর্ষণ। এই ম্যাচে মাঠের বিভিন্ন জায়গায় থাকবে এলইডি স্ক্রিন।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সেলিম দুরানি, রাজু মুখোপাধ্যায়রা ইডেন নিয়ে নানা টুকরো স্মৃতি তুলে ধরেন। রাজু মুখোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, ''এই বই ইডেনের ইতিহাস নিয়ে নয়। সঙ্গে প্রখ্যাত ক্রিকেটার, স্কুল–কলেজের অখ্যাত ক্রিকেটারদের নিয়ে লেখাও আছে। সেলিম দুরানি অনুষ্ঠানে এসে আপ্লুত হন। তিনি টেস্ট ম্যাচ দেখার জন্য যুগ্ম সম্পাদক সৌরভের কাছে আবেদনও জানান।

তবে দর্শকরা ইডেনের অনুষ্ঠানের থেকে ধোনিবাহিনীর দিকেই চেয়ে আছেন। ঘরের মাঠে ক্যারিবিয়ানদের বধ করতে পারে কিনা সেদিকে তাকিয়ে আছে সাধারণ দর্শক।

# প্যারা–এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে ভারতীয় দল পাড়ি দিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এই মাসের ১৮ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিওনে অনুষ্ঠিত হতে চলা প্যারা–এশিয়ান গেমসের জন্য ক্রীড়া মন্ত্রক ১৩৫ জন সদস্যের ভারতীয় দলের ছাড়পত্র মঞ্জুর করেছে। এই দলে ৮৭ জন অ্যাথলিট, ৩ জন রানার, ৪০ জন প্রশিক্ষক ও ৫ জন আধিকারিক রয়েছেন। ভারতীয়রা এই প্রতিযোগিতায় অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, শুটিং, ভারোত্তলন, প্যারা–টেবল টেনিস, জুডো, তীরন্দাজ, হুইল চেয়ার ফেনসিং–এ অংশ নেবে।আগের মাসেই ইনচিওনে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া সাধারণ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স আশানুরূপ ছিলনা তবে প্যারা–এশিয়ান গেমসে ভাল ফলের ব্যাপারে আশাবাদী অ্যাথলিটরা।

# আর্জেন্টিনাকে বধ করে ঘুরে দাঁড়ালো ব্রাজিল

**পার্থসারথি গুহ**

বিশ্বকাপের ভরাডুবির পর সারা ফুটবল বিশ্বে একটা প্রশ্ন নাড়াচাড়া করছিল। তা হল ব্রাজিল, যারা কিনা ফুটবল দুনিয়ার সম্রাটের দেশ সে কি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। স্মৃতিতে খুবই টাটকা আলিপুর বার্তায় এই প্রতিবেদকের কলমে একটি লেখাও উপস্থাপিত হয়েছিল সেসময়। যার বিষয়বস্তু ছিল ক্রিকেটের অধীশ্বর হিসেবে পরিচিত ওয়েস্টইন্ডিজ যেমন বামনে পরিণত হয়েছে আগামী দিনে ব্রাজিলের সেই হাল হবে না তো? বস্তুত আমরা আশাবাদী ছিলাম সাম্বার বিসর্জন এভাবে হতে পারে না। হোক না সে একটা ম্যাচে জার্মানের কাছে ১–৭ গোলে হারতে হল। পরে ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে ব্রাজিল। সত্যিই তো, ব্রাজিল যে খেলায় জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করল সেই দলে কিন্তু ছিলেন না নেইমার। তাঁর চোট বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিলকে প্রায় ছিটকে দিয়েছিল। তাছাড়াও স্কোলারির একগুয়েমি মনোভাব এবং কাকা–রোনাল্ডিনহোদের দলের বাইরে রাখা এসব কিছুই পিছিয়ে দিয়েছিল ব্রাজিলকে। স্কোলারির বিদায়ের পর দুঙ্গার হাতে পরে ফের জ্বলে উঠল ব্রাজিল। আর প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনাকে একেবারে ২–০ হারিয়ে বহুগুণ মনোবল ফিরে পেল সাম্বাবাহিনী। মেসি সমৃদ্ধ আর্জেন্টিনা যে এত সহজে বধ হবে তা বোধহয় অতি বড় ব্রাজিল সমর্থক কল্পনাও করতে পারেননি। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করলেন নেইমার–অস্কাররা। আর একজনের কথা তো অতি অবশ্যই বলতে হবে। তিনি হলেন এই ম্যাচে দলের দুটি গোলদাতা তারদেলি। বলাইবাহুল্য একেও ফুটবল মানচিত্রে ফিরিয়ে এনেছেন দুঙ্গা। যার প্রতিদান পুরোপরি ফিরিয়ে দিলেন তারদেলি। পাশে নেইমারকে পেয়ে একেবারে ঝলসে উঠলেন তিনি।

চিনে আয়োজিত এই ম্যাচটি আদতে ছিল একটি প্রদর্শনী ম্যাচ। যদিও ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা ফুটবল মাঠের এমন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ যারা কোনওরকম মিত্রতার ধার ধারে না ফুটবল যুদ্ধে। তবে ব্রাজিলের এই জয়ে যতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন নেইমার ততটাই ম্লান মনে হল মেসিকে। সারা ম্যাচে তাঁকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া গেল না। এমনকি দল যখন এক গোলে পিছিয়ে তখন সমতা ফেরানোর প্রবলতম সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা পেনাল্টির মাধ্যমে। সেই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করেন মেসি পেনাল্টি মিস করে। তাছাড়া বাকি খেলা জুড়ে ছিল শুধুই সাম্বার ঝলকানি। বোঝাই যায়নি এই আর্জেন্টিনাই কিনা এবারের বিশ্বকাপের রানার্স আপ। মাঠে বল পজেশনের দিক থেকেও অনেকটাই পিছিয়ে ছিল মেসির দল। ব্রাজিল যেখানে বলের দখল রেখেছে ৬৯ শতাংশ সেখানে মাত্র ৩১ শতাংশ সময় বলের দখল রাখতে পেরেছে আর্জেন্টাইনরা। অথচ এই আর্জেন্টিনা দলটিই আবার বিশ্বকাপের অব্যাবহিত পরে জার্মানিকে হারিয়ে দিয়েছিল আরও এক ফ্রেন্ডশিপ ম্যাচে। ব্রাজিলের এই জয় নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। একইসঙ্গে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইতে ইন্ধনও জোগাচ্ছে এই বিজয়। তাও মনে রাখতে হবে এখনপ অনেক পথ বাকি রয়েছে ব্রাজিলের জন্য। অন্তত সামনের কোপা আমেরিকা কাপ এবং তার আগে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী ম্যাচেও ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে হবে ব্রাজিলকে। আশার কথা এই যে দুঙ্গার দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর শারীরিক ভাষাও পালটে গিয়েছে ব্রাজিলিয়ানদের। এমনিতে দুঙ্গা নিজেও বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। সুতরাং তিনি জানেন কিভাবে দলের হারানো মনোভাব ফিরিয়ে আনতে হয়। আর সেই প্রক্রিয়াতেই ব্রতী হয়েছেন তিনি। এখন দেখার আগামী দিনে দুঙ্গার প্রশিক্ষণে নেইমাররা কতটা তুলে ধরতে পারে দেশের নাম। যার দিকে শুধু ব্রাজিলিয়ান নয়, গোটা দুনিয়া তাকিয়ে রয়েছে। ব্রাজিলের ফুটবল শুধু নিছক খেলাই নয়, শিল্পের দিক থেকেও এর ভূমিকা অপরিসীম। সারা পৃথিবীকে ফুটবল সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করতে শিখিয়েছে এই ব্রাজিল। ফুটবল সম্রাট পেলেও একসময় বিশ্বকে রীতিমতো শাসন করেছেন তাঁর পায়ের জাদুতে।

# ছোটদের ফুটবল

**মলয় সুর**

চন্দননগর কব্জি সংঘ ক্লাবের পরিচালনায় ৭৭তম ছোটদের ফুটবল ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল। এতে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। ফাইনালে ব্যান্ডেল বাণীচক্র ও চন্দননগর নবজাগরণ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে দুটি দলই ৩–৩ গোল করে। এরপর টাইব্রেকারে বানীচক্র ২–১ গোলে জয়ী হয়। বাণীচক্র সুধাংশু সিংহ চ্যালেঞ্জ কাপ পায় ও হরপ্রসাদ নন্দী শীল্ড পায় নবজাগরণ। ছোটদের দৃষ্টিনন্দন ফুটবল সকল দর্শককে তাক লাগিয়ে দেয়। এদিন ক্লাবের একনিষ্ঠ সদস্য ভবানী নন্দী বলেন, এই প্রাচীন ক্লাবের শতবর্ষ চলছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানুয়ারিতে শুরু হয়ে ডিসেম্বরে শেষ হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী। বিজয় দিকপতি ও কাউন্সিলার সৌমিত্র ঘোষ প্রমুখরা।

# ভারতীয় ফুটবল উত্থানের অপেক্ষায় : ক্রীড়ামন্ত্রী

**পিআইবি, কলকাতা: কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আশা প্রকাশ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফুটবলে ভারত খুব শীঘ্রই উঠে আসবে এবং তার ছাপ ফেলবে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আই. এস. এল)–এর মতো উচ্চ মানের প্রতিযোগিতা ভারতীয় ফুটবলারদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। শ্রী সোনোয়াল গতকাল এখানে সল্টলেক স্টেডিয়ামে (যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন) আই. এস. এস–এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবলাররা তাঁদের বিদেশি সতীর্থদের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের যে সমস্ত কৌশল ও নৈপুণ্য রপ্ত করবেন, দেশের হয়ে মাঠে নামার সময়েও তা প্রয়োগ করবেন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, আই. এস. এল–এর দলগুলি তৃণমূল স্তর থেকে তরুণ ফুটবলার খুঁজে আার যে কর্মসূচি চালু করতে চলেছে তা ফুটবলের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে।**

**ভারতীয় ফুটবলকে সমৃদ্ধ করতে অতীতের ফুটবলার, প্রশাসক, প্রশিক্ষক, সহায়ক কর্মী, গণমাধ্যম এবং ফুটবল অনুরাগীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে সোনোয়াল বলেন, ''ফুটবলে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি এবং এই প্রতিযোগিতার ব্যাপক সাফল্য কামনা করছি।''**

**ফুটবলকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর মন্ত্রক সব ধরণের সহায়তা ও উৎসাহ দিয়ে যাবে বলেও সোনোয়াল মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত, ভারতীয় ফুটবল যে ঘুমন্ত দৈত্য এ কথা স্বীকার করে ফুটবল বিশ্বের প্রশাসকরাও। আই এস এল সেই দৈত্যকে আগামী দিনে দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। অতীতে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি যখন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় ফুটবলকে ঢেলে সাজাবার প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। এখন দেখার অপেক্ষা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সোনোয়ালের আশা সাকার হয় কি না।**

## মনের খেয়াল

### জেনে রেখো

**শহিদ পঞ্চানন পালিত, মৃত্যু : অক্টোবর, ১৯৩০**

দেশপ্রেমিক শহিদ। বিহার বিদ্যাপীঠ থেকে শিক্ষালাভ করেন। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ছাত্র ছিলেন। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি বুকে পদাঘাত করে বুকের পাঁজরা ভেঙে দেওয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

**জনসেবক মুকুন্দলাল সরকার, মৃত্যু : ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৫**

বাংলার বিশিষ্ট জননেতা। বৈপ্লবিক কাজের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। একদা শ্রমিক আন্দোলনে তিনি পুরোধা ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে বহু সংগঠনের কাজ সম্পাদন করেন। পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে মুকুন্দলাল উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন।

**জননায়ক মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী**
**মৃত্যু : ২০ অক্টোবর, ১৯০৮**

দানবীর জননায়ক, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার বিখ্যাত জমিদার বংশের মহারাজা সূর্যকান্ত বঙ্গভঙ্গ–রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য প্রদান করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল নির্মাণ ও জনকল্যাণে বহুলক্ষ টাকা নিঃস্বার্থভাবে দান করেন।

**বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, জন্ম : ২৪ অক্টোবর, ১৮৮৪**

''পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নেই'', স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন ১৯০১ সালে, ''তোদের একমাত্র ধর্ম, মানুষের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।'' এই কথাটিই সারাজীবন মনের মণিকোঠায় সযত্নে রেখেছিলেন হেমচন্দ্র। দেশকে মুক্ত করতে ১৯০৫ সালে ঢাকা শহরে গঠন করলেন 'মুক্তি সংঘ'। এই 'মুক্তি সংঘ'–ই পরবর্তীকালের 'বি ভি'। তিনি বলেছিলেন, ''এমন একটি দল গঠন করতে হবে যে দলের সদস্য সংখ্যা অল্প হলেও, মন্ত্রগুপ্তি, নিয়মানুবর্তিতা ও চরিত্রের দৃঢ়তায় সে দল হবে দেশের দৃষ্টান্তস্বরূপ।'' ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একাধিক বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘটনা ছিল–(১) ইন্সপেক্টর নন্দলাল হত্যা ও (২) রডা কোম্পানির অস্ত্রলুণ্ঠন। এর ফলে দীর্ঘ ৬ বৎসর কারাবাস করতে হয় তাকে। ১৯২০ থেকে ১৯২৯ দীর্ঘ ন'বছর ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিখুঁতভাবে তৈরি করলেন একটি বিপ্লবী দল। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে হেমচন্দ্র জেলের বাইরে ছিলেন মাত্র দেড় বছর। সুভাষচন্দ্রও বি ভি–র এই কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। সেই কারণেই দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গন থেকে নেতাজী 'বি ভি'–কে অভিনন্দন বার্তা পাঠান।

**ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, মৃত্যু : ১২ অক্টোবর, ১১৯৬৭**

জার্মানি থেকে পি এইচ ডি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৪ সালে 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি' গঠনকারীদের অন্যতম ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিক 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট' পত্রিকার সম্পাদনা করতে থাকেন।

সৃঞ্জয় দাস, ষষ্ঠ শ্রেণী, সোদপুর নবোদয় স্কুল।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা ***JPEG*** ফরম্যাটে

## আঁকা শেখো

আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

## ম্যাজিক মোমেন্ট

জাদুকর তাঁরা খরগোশটা হারিয়ে ফেলেছেন। তুমি খুঁজে দিতে পারো। যদি জাদুকরকে উল্টো করে দেখ।

*অরুণ ব্যানার্জীর সংগ্রহ থেকে*

**Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com**

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।